RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৩৫ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ১০ মে - ২৩ মে, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 29, Issue: 35, Cooch Behar, Friday, 10 May - 23 May, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

রেজিস্টারকে সাসপেন্ড করল উপাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারকে সাসপেন্ড করলেন উপাচার্য নিখিলেশ রায়। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওই সাসপেন্ডের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, গত ২৪ এপ্রিল রেজিস্টারকে শোকজ করে সাতদিনের মধ্যে একাধিক বিষয় জানতে চেয়েছিলেন উপাচার্য। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব দিলেও তাতে সন্তুষ্ট হননি বলেই রেজিস্টারকে সাসপেন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন উপাচার্য। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি কোনো কাজ তো নয়ই এমনকি কোনো ভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই জানা গিয়েছে প্রদীপ কুমার কর নামে এক অধ্যাপককে ছয় মাসের জন্য রেজিস্টারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বিদায়ী রেজিস্টার আব্দুল কাদের সাফেলি অবশ্য জানান, তিনি এই সাসপেন্ড প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করবেন না। এমনকি এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের কাছে কোনো নালিশ জানাবেন কিনা সে ব্যাপারেও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি বলে জানিয়েছেন।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শুক্রবার লিখিত ভাবে এই সাসপেন্ডের নির্দেশ রেজিস্টারকে জানিয়ে দিয়েছেন। উপাচার্য নিখিলেশ রায় জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রেজিস্টার শোকজের যে জবাব দিয়েছেন এরপরে তাদের মনে হয়েছে গোটা ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষ। শোকজের জবাব যথার্থ ছিল না তাই তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরেই সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই অভিযুক্ত রেজিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রবেশের কোনো অনুমতি থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে উপাচার্যের দায়িত্ব পেয়েছিলেন নিখিলেশ রায়। তাঁর অভিযোগ, শুরু থেকেই রেজিস্টার তাঁকে অসহযোগিতা করেন। এরপরে ডিসেম্বর মাস থেকেই রেজিস্টার আব্দুর কাদের সাফেলির বিরুদ্ধে একাধিক নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপের অভিযোগ ওঠে। ওয়ার্নিং লেটার দিয়ে সতর্ক করার পরেও উপাচার্যের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রেজিস্টারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, উপাচার্য পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও পারচেজ ও টেন্ডার কমিটির মিটিং ডাকার সিদ্ধান্ত রেজিস্টার এককভাবে নিয়েছিলেন। উপাচার্যের কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করতে রেজিস্টার এধরনের কাজ করেছে বলেও অভিযোগ তোলেন উপাচার্য এর আগেও রেজিস্টারকে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছিল। সেজন্য ২৪ এপ্রিল রেজিস্টারকে শোকজ করে সাতদিনের মধ্যে জবাব তলব করেছিলেন উপাচার্য। জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে অবশেষে আব্দুর কাদের সাফেলিকে সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে তার পদে প্রদীপ কর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে ছয় মাসের জন্য রেজিস্টারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে শুক্রবার। ওয়েবকুপার নেতা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক সাবলু বর্মণ বলেন, "রেজিস্টারকে এভাবে সাসপেন্ড করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বর্হিভূত। রাজ্যের তরফেও ওইদিনই বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে তা জানানো হয়েছে। আমরা চাই রাজ্যের নির্দেশ মেনেই বিশ্ববিদ্যালয় চলুক।"

মাধ্যমিকে প্রথম চন্দ্রচূড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হয়ে নজির তৈরি করল কোচবিহারের ছেলে চন্দ্রচূড় সেন। ২ মে বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা হয়। মেধা তালিকা ঘোষণার পর কার্যত উৎসব শুরু হয়ে যায় কোচবিহারের। চন্দ্রচূড় খুশিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে। চন্দ্রচূড় কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের ছাত্র। সে ৬৯৩ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম হয়। তার মধ্যে বাংলা ও ইংরেজিতে ৯৯ করে পেয়েছে সে। অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান ও ভূগোলে ১০০ করে নম্বর পেয়েছে চন্দ্র। এছাড়া ভৌত বিজ্ঞানে ৯৭ এবং ইতিহাসে ৯৮ নম্বর পেয়েছে সে। তাঁর কথায়, "ভেবেছিলাম মেধা তালিকায় থাকব। কিন্তু প্রথম হব ভাবিনি। আমার এই সফলতা বাবা-মা, শিক্ষকদের জন্যেই। তবে আমি মনে করি এটা চূড়ান্ত নয়, আমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে।" বাবা সুশান্ত পেশায় ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, "খুব আনন্দ হচ্ছে। এটা বলে বোঝানো কঠিন। ছেলে যে ভালো কিছু করবে আগেই ভেবেছিলাম।" ছেলে রাজ্যে প্রথম হওয়ায় মায়ের চোখে জল চলে আসে। তিনি বলেন, "ফল শুনে আমার চোখে জল এসে যায়, আনন্দে। ঠাকুরঘরে ছুটে গিয়ে বসেছিলাম কিছুক্ষণ।" কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের ছাত্র চন্দ্রচূড়। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো। প্রাথমিক অরবিন্দ পাঠভবনে পড়াশোনা করত। পঞ্চম শ্রেণিতে রামভোলা হাইস্কুলে ভর্তি হয় সে। পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রত্যেক ক্লাসেই প্রথম হত চন্দ্রচূড়। কখনও বাবা-মাকে পড়ার কথা বলতে হয়নি চন্দ্রচূড়কে। নিয়ম করে সকাল-বিকেল, এমনকী দুপুর-রাতেও পড়াশোনা করতে সে। চন্দ্র জানায়, পড়ার বাঁধা ধরা কোনও সময় ছিল না তাঁর। কিন্তু সবসময় পড়ার মধ্যেই ডুবে থাকতে সে। ছোটবেলায় ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহী ছিল সে। ব্যাট-বল হাতে মাঠে ছুটে যেত। কিন্তু উঁচু ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খেলার দিকে টান বন্ধ রেখে পড়ার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে উঠে সে। মোবাইল ফোন বা টেলিভিশন নিয়ে একদমই আগ্রহ নেই তাঁর। মাধ্যমিকের আগে সে সব থেকে নিজেকে অনেক দূরে রেখেছে। পড়ার পাশাপাশি আবৃত্তি, গান, কবিতা, ছবি আঁকা তাঁর ভালো লাগার বিষয়। নিজেও কবিতা লিখতে ভালোবাসে চন্দ্রচূড়। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা তাঁর প্রিয়। প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ। পাবলো পিকাসো তাঁর প্রিয় চিত্রশিল্পী। ভালো লাগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিও।

চন্দ্রচূড় জানায়, তাঁর দশজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। এছাড়া স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকেও নিয়মিত পড়াশোনা নিয়ে কথা বলত সে। নিজেই জানায়, স্কুলে খানিকটা অনিয়মিত ছিল সে। বাড়িতে পড়াশোনা করতেই ভালো লাগে তাঁর। সেটাকেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে। অংশগ্রহণ করেছে 'পাথফাইন্ডার'র মক টেস্টে। তাঁর কথায়, "স্কুলে আমি প্রয়োজনীয় ক্লাস করেছি। কিন্তু সেলফ স্টাডি গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেছি। আর স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি। কোনও বিষয়ে অসুবিধে হলে ফোনে কথা

বলেছি।" চন্দ্রচূড় রাজনীতির বিষয়ে আগ্রহী নয়। তবে রাজনীতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে। তাঁর কথায়, "রাজনীতি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মাঝে মাঝে রাজনীতিতে কিছু অপ্রত্যাশিত বিষয় চলে আসে। যা আমার পছন্দের নয়।" সে খোঁজ রেখেছে বর্তমানে আদালতের রায়ে চাকরি হারানো শিক্ষকদের নিয়েও। তাঁর কথায়, "যোগ্য শিক্ষকদের সঙ্গে গত কয়েকবছরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সংসারের মধ্যে একটি নির্ভরশীলতাও তৈরি হয়েছে। তাঁদের জন্য কষ্ট হয়। যারা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের জন্য কড়া পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। যোগ্যদের ক্ষেত্রে পুনর্মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভালো হয়।" বাড়ির একমাত্র ছেলে চন্দ্রচূড়। প্রতিবেশী-আত্মীয়দের কাছে সে খুব প্রিয়। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত স্বভাব প্রত্যেকের কাছেই খুব পছন্দের ছিল। তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় বহুবার অংশগ্রহণ করেছে সে। যে কোনও বিষয়ের উপরেই চট করে বলার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। এদিন মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার পরে তাঁর বাড়িতে উপচে ভিড়। প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্কুল শিক্ষকরা মিষ্টি, ফুল নিয়ে হাজির হন চন্দ্রচূড়কে সংবর্ধনা জানাতে। ভিড় করেন রাজনৈতিক নেতারাও। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, যে ওয়ার্ডে (৯) চন্দ্রচূড়ের বাড়ি সেখানকার কাউন্সিলর আমিনা আহমেদ, তাঁর স্বামী আব্দুল জলিল আহমেদ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় গিয়েছিলেন ওই বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের গর্ব চন্দ্রচূড়।" রামভোলা হাইস্কুলের শিক্ষকরাও গর্বিত। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার দাস বলেন, "আমরা আগে থেকে ভেবেছিলাম চন্দ্রচূড় রাজ্যে তাক লাগানো ফল করবে। সেটাই হয়েছে।" চন্দ্রচূড়ের অনিয়মিত স্কুল নিয়ে প্রধানশিক্ষকের বক্তব্য, "তেমন ভাবে অনিয়মিত ছিল না চন্দ্রচূড়। প্রয়োজনীয় প্রত্যেক ক্লাসেই যোগ দিয়েছে। যেদিন প্রয়োজনীয় ক্লাস থাকত না সেদিন সে যায়নি।" বিকেলে চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। তিনিও বলেন, "চন্দ্রচূড় আমাদের গর্ব।"

উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় কোচবিহারের তিন কন্যা

প্রতীচী রায় তালুকদার

মনস্বী চন্দ

অঙ্কিতা ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও সাড়া জাগানো ফল করল কোচবিহার জেলা। বুধবার ৮ মে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। তার মেধা তালিকায় রয়েছে কোচবিহারের তিন কন্যা। ৪৯৩ নম্বর পেয়ে রাজ্যে চতুর্থ হয়েছে প্রতীচী রায় তালুকদার। ৪৯১ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছে মনস্বী চন্দ। দু'জনেই কোচবিহার সুনীতি একাডেমীর ছাত্রী। ওই দু'জনের বাড়ি কোচবিহার শহরে। ৪৮৭ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় দশম হয়েছে অঙ্কিতা ঘোষ। সে কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। অঙ্কিতার বাড়ি কোচবিহারের টাকাগাছে। ওই তিনজনের বাড়িতে গিয়েই সংবর্ধনা জানিয়েছেন কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, "ওই তিন কন্যা আমাদের জেলার গর্ব। এভাবেই তারা এগিয়ে যাক সফলতার পথে এটাই চাই।" প্রতীচীর বাড়ি কোচবিহার শহর লাগোয়া গোলবাগান এলাকায়। তাঁর বাবা প্রণব রায় তালুকদার ও মা ঝুমা সাহা দু'জনেই শিক্ষক। তাঁরা জানান, ছোটবেলা থেকেই মেধাবী প্রতীচী। প্রত্যেক ক্লাসে বরাবর ভালো ফল করে এসে। মাধ্যমিকের দুই নম্বরের জন্য মেধা তালিকায় স্থান পায়নি সে। এবারে তার ফলে খুশি সবাই। প্রতিটি জানিয়েছে, সে ডাক্তার হতে চায়। তাঁর কথায়, "উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল হবে তা আশা করেছিলাম কিন্তু মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান পাব ভাবিনি।" তাঁর বাবা ও মা বলেন, "পড়ার প্রতি খুব মনোযোগ ছিল প্রতীচীর। আমরা সবসময়ই তাঁর পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। তাঁর ফলে খুব খুশি হয়েছি।" তাঁর সাতজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। প্রতিদিন গড়ে দশ ঘন্টা পড়াশোনা করত সে। এবারে সে অঙ্ক, রসায়ন ও বায়োলজিতে ১০০ নম্বর করে পেয়েছে। বাংলা ও ইংরেজিতে ৯৭ নম্বর করে পেয়েছে সে। মনস্বীর বাড়ি ভেনাস স্কয়ারে। সে ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করে অধ্যাপিকা হতে চায়। তাঁর বাবা রানা চন্দ পশু চিকিৎসক, মা সুজাতা দেবী গৃহবধূ। মেয়ের ভালো ফলে খুশি সবাই। সুনীতি একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষিকা মৌমিতা রায় বলেন, "স্কুলের ফল এবারও খুব ভালো হয়েছে। আমরা খুব আনন্দিত। আগামীদিনেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আশা করছি।"

কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা ভবিষ্যতে ডাব্লুবিসিএস অফিসার হতে চায়। তাঁর বাবা স্বপন চন্দ ব্যবসায়ী, মা অঞ্জনা গৃহবধূ। মেয়ের ফলে খুশি সবাই। ওই স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা সুচিস্মিতা চক্রবর্তী বলেন, "সামনে স্কুলের ৭৫ বছর। তার আগে এটা বড় উপহার।"

দিঘি প্লাস্টিকমুক্ত করতে অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিঘি প্লাস্টিকমুক্ত করতে নিজেরাই সাফাই অভিযানে নামলেন কোচবিহার শহরের একদল নাগরিক। রবিবার সকালে শহরের রাজমাতা দিঘির কাছে জড়ো হন সবাই। এরপরে শুরু হয় সাফাই অভিযান। পরিবেশপ্রেমী সুমন্ত সাহা জানান, ওই দিঘির চারদিক আবর্জনায় ঢেকে গিয়েছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল প্লাস্টিক। যা দিঘির সৌন্দর্য নষ্ট করেছে শুধু তাই নয়, দিঘির জল দূষিত হওয়ার আশঙ্কাও ছিল। সেজন্য সামাজিক মাধ্যমে ওই দিঘি পরিষ্কারের ডাক দেন তাঁরা। তাতেই শহরের প্রায় ২৫ জন নাগরিক সেখানে পৌঁছে যান। প্রত্যেকেই দিঘি পরিষ্কারে হাত লাগান। সুমন্ত বলেন, "আমাদের প্রত্যেকের এই উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তাহলে রাজ আমলের দিঘিগুলিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারব।" কোচবিহার দিঘির শহর বলে পরিচিত। রাজ আমলে ওই দিঘিগুলি তৈরি করা হয়। মহারাজারা শহরের পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই দিঘি খনন করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিঘিগুলির অনেকগুলি দখল হয়ে গিয়েছে। অনেকগুলি অবস্থা খুবই খারাপ। বাকি যে কয়েকটি দিঘি বর্তমানে রয়েছে সেগুলি ঠিকঠাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয় না বলে অভিযোগ। তার মধ্যে একটি রাজমাতা দিঘি। সেই দিঘি পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সুইমিং পুল দ্রুত চালুর দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সুইমিং পুল দ্রুত চালুর দাবিতে সরব হলেন কোচবিহার শহরের বাসিন্দারা। রবিবার কোচবিহার শহরে সুইমিং পুলের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অভিযোগ, গতবছর ওই সুইমিং পুলের উদ্বোধন হয়। সদস্যপদ সংগ্রহ করা হয়। কয়েক মাস যেতে না যেতে তা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। নতুন বছরের জানুয়ারি মাস থেকে সুইমিং পুরোপুরি বন্ধ। শহরের নাগরিক অর্ণব নিয়োগী বলেন, "সাঁতারের জন্য শহরে একমাত্র ভরসা সুইমিং পুল। হেরিটেজ হওয়ার কারণে শহরের দিঘিতে এখন স্নান করা নিষেধ। এই অবস্থায় সুইমিং পুল কবে থেকে চালু করা হবে তা স্পষ্ট নয়।"

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অধিকার মঞ্চ গড়ে আন্দোলনে যোগ্যরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অধিকার মঞ্চ গড়ে আন্দোলনের পথে হাঁটতে শুরু করেছেন আদলাতের রায়ে চাকরি হারানো শিক্ষক-শিক্ষিকারা। দিন কয়েক আগে আদালতের রায়ে চাকরি গিয়েছে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। ২৯ সোমবার সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মামলা উঠেছে। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপরে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। নতুন করে শুনানির দিন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে যোগ্য শিক্ষকরা নিজেদের মতো করে আন্দোলন তীব্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা থেকে কোচবিহার সব এলাকার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে অধিকার মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছে। সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা অনুযায়ী দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। যোগ্য শিক্ষকের তালিকায় রয়েছেন কোচবিহারের এক শিক্ষক বলেন "আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছি। তাহলে আমাদের সঙ্গে কেন অন্যায় করা হবে? সুপ্রিম কোর্টের দিকে আমরা তাকিয়ে রয়েছি। বিশ্বাস করি যোগ্যদের সঙ্গে কোনও অন্যায় হবে না। এই আশাতেই আছি। আর আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। পরিস্থিতি বুঝেই লড়াই হবে।"

আদালতের রায়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হয়েছে। শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, ওই তালিকায় কোচবিহারেরও একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম রয়েছে। দিন কয়েক আগে কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে জমা হয়েছিলেন ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সেদিনই ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের কথা জানিয়ে দেন তাঁরা। ওই শিক্ষকদের কয়েকজন জানিয়েছেন, যোগ্য হওয়ার পরেও ওই রায়ের পর থেকে নানা সমস্যায় দিনযাপন করতে হচ্ছে তাঁদের। অনেকের বিয়ে স্থগিত হয়ে গিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাত্রীর বাবা বলেন, "কিছুদিন আগে আশীর্বাদ পর্ব শেষ হয়েছে। দিন কয়েক পরেই বিয়ের তারিখ ছিল। ওই রায়ের পর প্রত্যেকের মন খারাপ। তাই। আপাতত তা স্থগিত করে রাখা হয়েছে। আশা করছি সমস্যা মিটবে।" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, ব্যাংকে তাঁর ঋণ নিয়েছে মোটা টাকা। ওই রায়ের পর তাঁর বাড়ির আত্মীয়রা ওই ঋণ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সকলে। তিনি বলেন, "আমরা সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।" এই অবস্থার মধ্যে যোগ্য শিক্ষকদের পক্ষ নিয়ে ময়দানে নেমেছে শাসক-বিরোধী সবপক্ষের শিক্ষক সংগঠন। এবিটিএ'র পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলায় যোগ্য শিক্ষকদের ওকালতনামায় সই করানো হয়েছে। তাতে পঞ্চাশ জনের বেশি শিক্ষক স্বাক্ষর করেছেন বলে এবিটির জেলা সম্পাদক সুজিত দাস জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "যোগ্য শিক্ষকদের পক্ষে আমরা রয়েছি। তা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হবে।"

পানীয় জলের সংকট মেটাতে উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পানীয় জলের সংকট মেটাতে উদ্যোগ নিল কোচবিহার পুরসভা। গত প্রায় দেড় বছর ধরে নষ্ট হয়ে থাকা পাম্প মেশিন ফের চালু করা হয়েছে। রবিবার কোচবিহার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ওই পাম্প মেশিনের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পুরসভা সূত্রে খবর, পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ড ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দুটি পাম্প মেশিন প্রায় দেড় বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়েছিল। তার ফলে ওই এলাকার মানুষ তীব্র সমস্যায় পড়েছেন। বিশেষ করে গরমের সময় জলস্তর নেমে যাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়ে যায়। পানীয় জলের জন্য ক্ষোভে ফেটে পড়েন পুরসভার একাধিক এলাকার মানুষ। এবারে গরম পড়তেই সেই সমস্যা মেটাতে তৎপর হয়ে উঠেছে পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ বলেন, "প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে দুটি পাম্প মেশিন ঠিক করা হয়েছে। এবারে মানুষকে আর

সমস্যায় পড়তে হবে না।"

কোচবিহার পুরসভায় পানীয় জলের সংকট দীর্ঘদিনের। প্রত্যেক বছর পানীয় জল সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। গতবছর পানীয় জলের অভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। পথ অবরোধেও সামিল হয়েছিলেন। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার পুরসভায় তোর্সার জল পরিশ্রুত করে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি এলাকায় ওই জল পৌঁছায়নি। বাকি এলাকায় জলাধার তৈরি করে পাম্প মেশিনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু তার পরেও বহু এলাকায় সমস্যা রয়েছে। কোথাও জলের গতি খুব শ্লথ। দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থেকে অনেকে জল না পেয়ে ফিরে যান। এই অবস্থার মধ্যে অনেক মানুষকে পানীয় জল কিনতে হয়। বাসিন্দাদের অনেকেই বলেন, "এখন তীব্র গরম পড়েছে। পানীয় জলের সংকট থাকায় প্রত্যেককে অসুবিধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।" রবীন্দ্রনাথ দাবি করেন, ধীরে ধীরে সমস্ত সমস্যা মিটবে।

জমি সমস্যায় নিজের নাম জড়ানো নিয়ে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বেআইনি জমির কারবার নিয়ে সরব হলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ। ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার ফেসবুকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী লিখেছেন, "জমি সংক্রান্ত কোনও সমস্যায় আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। যারা আমার নাম ব্যবহার করে, তারা নিজের স্বার্থে করে।" মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করার তালিকায় কারা রয়েছে, কেনই বা তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মন্ত্রী অবশ্য পরে বলেন, "সবাই যে এর মধ্যে যুক্ত বা আমাদের দলেরই সবাই এমন নয়। কিন্তু আমার কিছু খবর রয়েছে আমার নাম উল্লেখ করে বা ভাঙিয়ে জমির ব্যবসা চেষ্টা হচ্ছে তাই সতর্ক করেছি। আর সবাইকে জানিয়েও দেওয়া যে এমন কেউ বললে বিশ্বাস করবেন না। যিনি বিশ্বাস করছেন দায়িত্ব তাঁর নিজের। নির্দিষ্ট করে কেউ আমাকে বা দলের কাছে অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" উদয়নের বিরুদ্ধেই জমি ব্যবসায় মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলে আক্রমণ করেছে বিজেপি। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "কারা বেআইনি জমির কারবার করছেন তা শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা জানবেন না এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। আসলে ওই কারবারের কমিশন বিভিন্ন জায়গায় যায়। ধীরে ধীরে সব প্রকাশ্যে আসছে।" তৃণমূলের অবশ্য পাল্টা দাবি, দিনহাটায় বিজেপির যে নেতারা রয়েছেন তাঁদের অনেকেই বেআইনি জমির কারবার জড়িত। সে কথা স্বীকার করার সৎ সাহস বিজেপির নেই। জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নতুন কিছু নয় দিনহাটায়। অভিযোগ রয়েছে, শাসক-দলের ছত্রছায়ায় থেকেই জমির কারবার চলছে কোচবিহারের ওই সীমান্ত শহরে। যেখানে নাম রয়েছে, মন্ত্রী উদয়ন গুহের একাধিক অনুগামীর। এর আগে অভিযোগ উঠেছে, দিনহাটা স্টেশন রোড এলাকায় মুচির মাঠ বলে একটি জায়গা মন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে জোর করে কেনার চেষ্টা করেছিলেন তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তা জানতে পেরে সরব হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে ব্লক ভূমি সংস্কার দফতরের অফিসেও শাসক দলের কিছু নেতা-কর্মী বেআইনিভাবে জমির কাগজপত্র তৈরির চেষ্টা করেছেন। মন্ত্রী নিজেই ভূমি সংস্কার অফিসে গিয়ে তা নিয়ে সতর্ক করেন। তার পরে কিছুদিন চুপচাপ থাকলেও বর্তমানে ফের জমি মাফিয়া চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। কোথাও ভয় দেখিয়ে বা জোর করে বাজারমূল্যের থেকে কম দামে জমি কিনে নেয় বলে বিরোধীরা অভিযোগ করে। বামেদের অবশ্য দাবি, জমি কারবারের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কেউ তৃণমূল করে, কেউ বিজেপি। আবার মাঝে মধ্যে দল বদলও করে তারা।

দিনহাটা-সিতাই নিয়ে চিন্তিত বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাতটি বিধানসভা মিলিয়ে কোচবিহার লোকসভার আসন। বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলছে, ওই সাত বিধসনসভার মধ্যে পাঁচটিতে এগিয়ে থাকবে বিজেপি। বাকি দুটি অর্থাৎ দিনহাটা ও সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে থাকতে পারে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের দাবি, সবমিলিয়ে এক লক্ষ ভোটে এগিয়ে থাকবে বিজেপি। দিনহাটা ও সিতাইয়ে তুলনামূলক ভাবে ভালো ফল হবে তাদের। যা মানতে নারাজ তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, কোনও ভাবেই জয়ী হতে পারবে না বিজেপি। তারা যে হিসেবের কথা বলছে তার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। তৃণমূলের কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, "আমাদের জয় নিশ্চিত। সংখ্যার হিসেব ৪ জুন জানতে পারবেন সবাই। বিজেপি যে হিসেব করছে তা ঠিক নয়।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। পাঁচটি বিধানসভায় আমরা বিপুল ভাবে লিড করব।। দিনহাটা ও সিতাই বিধানসভায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। "এবারের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে বিজেপির নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে তৃণমূলের জগদীশ বসুনিয়ার লড়াই হয়েছে। নিশীথকে হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবেই প্রচার তুলে ধরা হয়েছে। কারণ নিশীথ বিদায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। গতবছর এই আসনেই ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করেছিলেন নিশীথ। এবারে অবশ্য সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশকে প্রার্থী করে তৃণমূল। নিশীথকে বিপাকে ফেলতে জগদীশকে তুরুপের তাস হিসেবেই মনে করেছে রাজ্যের শাসক দল। এই অবস্থার মধ্যে প্রথম দফাতেই ভোট হয়েছে কোচবিহারে। তার পরেই নিজের নিজের হিসেব নিয়ে বসে পড়ে বিজেপি ও তৃণমূল। সাতটি বিধানসভা নিয়ে কোচবিহার লোকসভার আসন। তার মধ্যে রয়েছে দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি, মাথাভাঙা, নাটাবাড়ি, কোচবিহার উত্তর এবং কোচবিহার দক্ষিণ। তার মধ্যে দিনহাটা ও সিতাই বাদে সবকয়টি বিধানসভা বিজেপির দখলে রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই পাঁচ বিধানসভায় প্রায় প্রত্যেকটিতে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। শুধু কোচবিহার দক্ষিণে পাঁচ হাজারের মতো ভোটে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। দিনহাটা বিধানসভাতেও ৫৭ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূলের উদয়ন গুহকে হারিয়ে দিয়েছিল বিজেপির নিশীথ। পরে নিশীথ ওই আসনে পদত্যাগ করে। উপনির্বাচনে ওই আসন থেকে রেকর্ড ভোটে জয়ী হয় উদয়ন।

বিজেপির হিসেব অনুযায়ী, দিনহাটা ও সিতাইয়ে তৃণমূল ও বিজেপির ভোট প্রায় সমান-সমান থাকবে। সিতাইয়ে জগদীশের বাড়ি। তাই সেখানে সামান্য ভোটে এগিয়ে থাকতে পারে রাজ্যের শাসক দল। এছাড়া

নাটাবাড়ি, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ এবং নাটাবাড়ির প্রত্যেকটিতে বিজেপি পঁচিশ হাজারের বেশি ভোটে লিড করবে। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায় সামান্য ভোটে হলেও এগিয়ে থাকবে বিজেপি। তৃণমূলের অবশ্য দাবি, কোচবিহার উত্তর ও মাথাভাঙা ছাড়া কোথাও এগিয়ে থাকবে না বিজেপি।

রেজিস্টারকে শোকজ উপাচার্যের, বিতর্ক কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সমাবর্তন অনুষ্ঠান না করার জন্যে চিঠি দিয়েছি রাজ্য সরকারকে। তার ঠিক একদিনের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারকে শোকজ করলেন উপাচার্য। আর তার জেরে বিতর্ক চরম জায়গায় উঠেছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার একাধিক অভিযোগে রেজিস্টার আব্দুর কাদের সফেলিকে শোকজ করেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিল চন্দ্র রায়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, আগামী ৩০ এপ্রিল কোচবিহার পঞ্চান বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হওয়ার কথা ছিল। সেরকম ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে ১৮ এপ্রিল রাজ্য সরকারের তরফে একটি চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। রাজ্য সরকারের ডেপুটি সচিবের স্বাক্ষর করা ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অস্থায়ী উপাচার্য রয়েছেন। এছাড়া লোকসভা নির্বাচন বিধিও লাগু রয়েছে। পাশাপাশি, সমাবর্তনের জন্য রাজ্য সরকারের কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে সমাবর্তন অনুষ্ঠান আপাতত না করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করার জন্য রেজিস্টার সচেষ্ট হয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

উপাচার্য এদিন অবশ্য লিখিত ভাবে অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই রেজিস্টার তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। তিনি বলেন, "আমি উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করি ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় রেজিস্টার এতটাই ছাত্রবিরোধী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থবিরোধী যে মৌখিকভাবে একাধিকবার সতর্ক করার পরেও মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে, ২০২৩-এর ডিসেম্বর মাসেই কর্তব্যে গাফিলতি এবং অসহযোগিতার কারণে তাঁর প্রতি আমাকে একটা ওয়ার্নিং লেটার ইস্যু করতে হয়।" তিনি দাবি করে জানিয়েছেন, সতর্কতামূলক ওই চিঠি দেওয়ার পর কয়েকদিন ঠিকভাবে চলেছে সবকিছু। তার পরে তিনি ফের প্রকাশ্যে এবং গোপনে অসহযোগিতামূলক আচরণ করা শুরু করেন। ফের তাঁকে সতর্ক করা হয় বলে উপাচার্যের দাবি। তার পরেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। তার পরেও তিনি পর পর উপাচার্যের নির্দেশ উপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁর অভিযোগ, উপাচার্য তথা পারচেজ এবং টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমতি না নিয়ে পারচেজ এবং টেন্ডার কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মিটিং ডেকেছেন রেজিস্টার। চিঠি লিখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে চাইলে উপাচার্যকে তিনি তা জানাননি। উপাচার্যকে না জানিয়ে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে সরাসরি চিঠি দিয়েছেন। উপাচার্য বলেন, "আমার মনে হয়, তিনি এইভাবে, যা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তা না করে এবং আইনত যা তিনি করতে পারেন না, সেইরকম কাজে ব্রতী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণার পরিবেশকে ব্যাহত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করাকেই যেন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করতে থাকেন।" বিষয়টি এরপরে রাজ্যপালকে জানান উপাচার্য। তার পরেই তাঁকে শোকজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি বলেন, "শোকজ লেটারে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করে সাতদিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। তার উত্তর পাবার পর তা সন্তোষজনক না হলে অথবা যদি উত্তর না দেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।" রেজিস্টার আব্দুল কাদের সফেলি ওই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তীব্র দাবদাহে দাম বেড়েছে আনাজের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সকাল থেকেই উঠছে প্রখর রৌদ্র। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার তেজ আরও বাড়তে থাকে। সে জন্যেই নষ্ট হতে বসেছে আনাজ খেত। যার জেরে খুচরো বাজারে হু হু করে বেড়ে চলেছে আনাজের দাম। দুই দিনের ব্যবধানে ৩০ টাকা কেজির বেগুন পৌঁছে গিয়েছে ১০০ টাকায়। পটলের দামও কেজি প্রতি ৮০ টাকা। পিছিয়ে নেই আলুও। আলুও কেজি প্রতি ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে গিয়ে পকেটে টান পড়ছে গৃহস্থের। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাজারের চাহিদার তুলনায় আনাজের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। এমন দিন কয়েক চললে দাম আরও বাড়বে। উদ্যানপালন দফতরের কোচবিহার জেলা আধিকারিক সত্যপ্রকাশ সিংহ বলেন, "গরমের জন্য ফলন কম হচ্ছে। সে জন্যেই আনাজের দাম বেড়েছে।" কোচবিহার জেলায় প্রায় চল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে আনাজ চাষ হয়। তার মধ্যে শীতকালীন আনাজ ও বর্ষাকালীন আনাজ রয়েছে। এই সময়ে এমনিতেই আনাজের উৎপাদন কিছুটা কম থাকে। কৃষকরা জানিয়েছেন, তার মধ্যে টানা গরমে আনাজের গাছ বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। গাছে ফলও কমে গিয়েছে। যেটুকু ফল রয়েছে তার অনেক অংশে পোকা ধরে গিয়েছে। কৃষক নন্দ বর্মণ, বিকাশ রায়রা বলেন, "আনাজের ফলন অনেক কমে গিয়েছে। গরমের জন্য ফলন কমেছে। বাইরে থেকেও জল দিয়ে কিছু হচ্ছে না। আর সবার পক্ষে সেচের ব্যবস্থা করাও কঠিন।" কোচবিহারের পাইকারি আনাজ বিক্রেতা চাঁদমোহন সাহা বলেন, "যে পরিমাণ আনাজের চাহিদা রয়েছে বাজারে তার অর্ধেকও আসছে না। স্বাভাবিক ভাবেই দাম বাড়ছে। দিন পনেরো যদি এমন আবহাওয়া থাকে তাহলে দাম আরও বাড়বে।

মাটি চুরির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মরা মানসাই নদী থেকে বেআইনি ভাবে মাটি চুরির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি কোচবিহার-১ নম্বর ব্লকের দেওয়ানহাটের বালাসিতে। বিজেপির নেতা শুভাশিস চৌধুরীর অভিযোগ, মরা মানসাই নদীর কিছু এলাকায় গরিব মানুষ চাষাবাদ করে জীবন-যাপন করেন। সেখানে এক বিজেপি কর্মীও কিছু অংশ জমিতে চাষাবাদ করেন। সেই জমি থেকেই গত দশ দিন ধরে ট্রলি দিয়ে মাটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুভাশিস বলেন, "শাসক দলের লোকজন এর পিছনে রয়েছে।" তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: নতুন অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ নিয়ে বামনহাট স্টেশনে পৌঁছালো উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, খুশি রেলযাত্রীরা। সোমবার সকাল ১০:৩৯ মিনিট নাগাদ বামনহাট স্টেশনে পৌঁছায় ট্রেনটি। উল্লেখ্য দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসকে অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচে রূপান্তর করলেন উত্তর-পূর্ব রেল দফতর। গতকাল সন্ধ্যায় শিয়ালদহ থেকে রওনা হয়ে আজ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা বামনহাট স্টেশনে পৌঁছালো উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। নতুন সাজে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনটি দেখতে স্টেশনে ভিড় জমান রেলে ভ্রমণপিপাসু সহ বামনহাট এলাকার বাসিন্দারা। তবে অনেকেই বলছেন নতুন এলএইচবি কোচ যেমন যাত্রীদের নজর কাড়বে, তেমনি যাতায়াতে থাকবে অনেক সুবিধা, স্বাচ্ছন্দের দিক থেকে ভাড়াও রয়েছে সাধ্যের মধ্যে। এইদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস চেপে বামনহাট স্টেশনে নেমে এক রেলযাত্রী জানায় যে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে এলএইচবি কোচ, নতুন পালক সেটা আগের তুলনায় অনেকটাই সুন্দর, যাতায়াতেও রয়েছে দারুণ সুবিধা, ভাড়া যেমন সাধ্যের মধ্যে তেমনি সাজসজ্জার দিকেও অনেকটাই উন্নত।

এবারে একাদশ-দ্বাদশে সেমিস্টারে পড়াশোনা চালু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাধ্যমিক পরীক্ষার স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বছর থেকেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পড়াশোনা শুরু হচ্ছে। তা নিয়ে চিন্তিত স্কুল থেকে অভিভাবক সকলেই। স্কুল পর্যায়ে ওই পদ্ধতি একেবারে নতুন। তা দ্রুততার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা মানিয়ে নিতে পারবে তা নিয়ে চিন্তা রয়েছে অভিভাবকদেরও। আদালতের রায়ে ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। এই অবস্থায় একাধিক স্কুলে শিক্ষক সংকট দেখা দিতে পারে। যা সেমিস্টারের পড়াশোনায় সমস্যা তৈরি করতে পারে। কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুল থেকে এবারে মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হয়েছে চন্দ্রচূড় সেন। তাঁর কথায়, "সেমিস্টার পদ্ধতি নতুন হলেও তেমন কোনও অসুবিধে হবে না। কারণ আমরা তেমন ভাবেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি।" ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন দাস বলেন, "এবারেই প্রথম ওই পদ্ধতিতে পড়াশোনা চালু হবে। প্রথম দিকে তা আয়ত্বে আনতে একটু অসুবিধে হতে পারে ছাত্রদের। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁরা তা মানিয়ে নেবে বলে আমরা মনে করি। আর আমাদের স্কুলে শিক্ষকের তেমন সঙ্কট নেই। তাই সমস্যা হওয়ার কথা নয়।" কোচবিহার দেওয়ানহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত পাল বলেন, "সাধারণত এতদিন পর্যন্ত বছর ধরে পড়াশোনা হত। এখন ছয়মাসে একটি করে সেমিস্টার হবে। সর্বভারতীয় স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তা অনেকটাই কার্যকর হবে। আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি।" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, "আমাদের স্কুলে তিনজন এমন শিক্ষক রয়েছেন যাদের আদালতের রায়ে চাকরি গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমন হলে নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করা কঠিন হয়ে পড়বে।"

শিক্ষা দফতর সূত্রেই জানা গিয়েছে, কোচবিহারে শহরের দিকের স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব তেমন ভাবে নেই। কিন্তু গ্রামের একাধিক স্কুলে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, সেমিস্টার পদ্ধতিতে ছয় মাসের মধ্যে একটি করে সিলেবাস শেষ করতে হবে। একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে মোট চারটি সেমিস্টার হবে। তাই এবারে শুরু থেকেই পড়াতে জোর দিতে হবে। কেউ বা কোনও স্কুল যদি ভাবে পরবর্তীতে পাঠ্যক্রম শেষ করব তাহলেই পিছিয়ে পড়বে।

দিনহাটায় মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটায় মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এসডিপিও ও আইসির। মঙ্গলবার দিনহাটা শহরের ঝুড়িপাড়া এলাকায় মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রী সুকৃতি কুন্ডুর বাড়িতে গিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানান দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র ও দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক। এইদিন তাকে পুষ্পস্তবক এবং উপহার তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানান পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি পরিবারের তরফ থেকে কৃতি ছাত্রীকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। সুকৃতির প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৭। দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সে। প্রথম দশের মেধা তালিকায় স্থান করতে না পারলেও তার ফলাফলে খুশি সকলেই। এইদিন সেই কৃতি ছাত্রীর বাড়িতে পৌঁছে গেল পুলিশের আধিকারিকরা সম্বর্ধিত করে এই কৃতি ছাত্রীকে।

স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পরিষেবা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দিল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১০ এপ্রিল শুক্রবার ওই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, মা ও শিশু বিভাগে রোগীদের দিকে ঠিকঠাক নজর রাখা হয়। সেজন্য অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় ওই রোগীদের। হাসপাতালের রোগীদের অনেককেই কোনও বিশেষ কারণ ছাড়াই বাইরে রেফার করে দেওয়া হয়। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদিকা সুস্মিতা বর্মণ বলেন, "মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রোগীকে বাইরে রেফার করা হয়। এমন অভিযোগ আমরা পেয়েছি। সে কথা জানানো হয়েছে। এমন ঘটনার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে।" তাঁর আরও অভিযোগ, বর্হিবিভাগে চিকিৎসককে ঠিকমতো পাওয়া যায় না। আবার কিছুক্ষেত্রে চিকিৎসক পাওয়া গেলেও রোগীকে ঠিকমতো চিকিৎসা করেন না তাঁরা। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে বেশি সময় দিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কেন কোনও ব্যবস্থা থাকবে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। মেডিক্যাল হাসপাতালের শৌচাগার নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অনেকেই অভিযোগ করেন, হাসপাতালের শৌচাগারে গিয়ে রোগীরা আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, "ওই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এক মাধ্যমিক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। ২ মে বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার পরের সকাল ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার কালীগঞ্জে। কালীগঞ্জ হাইস্কুলে থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ওই ছাত্রী। এদিন অনলাইনে ফল দেখার পরে বাড়ি চলে যায় সে। স্কুল সূত্রে খবর, পরীক্ষায় ফেল করে মন খারাপ হয়ে যায় ওই ছাত্রীর। এর পরেই বাড়িতে শোবার ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। কালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপাল বর্মণ বলেন, "এমন ঘটনা যে ঘটবে তা ভাবতে পারছি না।" স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্যামল বর্মণ বলেন, "এই ঘটনায় আমরা শোকাহত।"

সম্পাদকীয়

অন্ধকারে আলো

চারদিকে যেন এক অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। প্রতিদিনই কোনও না কোনও ঘটনা রাজ্যবাসীকে কিছুটা হলেও অস্থির করে তুলছে। শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে হইচই সর্বত্র। সেই সময়ের শিক্ষামন্ত্রী এখনও জেলে রয়েছেন। হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগ অবৈধ বলে অভিযোগ উঠেছে। চলছে তার তদন্ত। যার ফলে স্কুলে স্কুলে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে এ কথা বলাই বাহুল্য। লোকসভার নির্বাচন চলছে। রাজনৈতিক নেতারা জেলায় জেলায় ঘুরে সভা-মিছিল করছেন। তাঁরা একে অপরের দিকে কাদা ছুঁড়ে দিচ্ছেন। জনগণ সে সব শুনছেন, মাঝে মাঝে অস্বস্তিও বোধ করছেন। এমনই এক সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল যেন অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর ছটা। এবারে মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হয়েছে কোচবিহার জেলা থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক রাজ্যে প্রথম হয়েছে আলিপুরদুয়ার থেকে। প্রান্তিক জেলা বলেই পরিচিত ওই দুই জায়গা রাজ্যের শিরোনামে উঠে এসেছে আবারও। কোচবিহার বারে বারে রাজ্যের শিরোনামে আসে, কিন্তু তা রাজনৈতিক হানাহানির জন্য। এবারে সেই সব লজ্জাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে কোচবিহার। যা জেলাবাসীর কাছেও গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

কবিতা

করিডোর

.... নীলাদ্রি দেব

বিড়াল পালিয়ে গেলে উল্টে যায় দুধের বাটি
গাছের শরীরে শেষ আঁচড়ের দাগ
আঁচড় কি ফুরায় কখনও

ভাঙা বিকেল কেমন পরিধি কমিয়ে আনছে
কিছু গান শুরু ও শেষের মাঝে নির্জন বাজে
অস্থির দেয়ালের মুখোমুখি আর্তনাদ
পাশে মালিকানাহীন মুখাবাঁশি

স্পষ্টতই অদৃশ্য দেখি
পথে পথে বিড়ালের নিরাপদ করিডোর

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

ভ্রমণ কাহিনী

...অমিতাভ চক্রবর্তী

ট্রেনের টয়লেটের সামনে একজন সাধু দাঁড়িয়ে। পাকা দাড়ি। চুল লম্বাও না আবার খাটোও না। পরনের গেরুয়া বসন ইষত নোংরা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। সাধারণত সাধুদের একটা ঝোলা থাকে। কিন্তু এই সাধুর কোন ঝোলা বা ওই টাইপের কিছু নজরে পড়ল না। সাধু শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক না। এটা হয়তো মনের ভুল বা দীর্ঘদিনের সংস্কার। গেরুয়া ধারি মাত্রই সাধু হবে একটা বিশ্বাস ভারতবাসীর মনে খোদাই করা ছিল। কালের গতি প্রবাহে সেই খোদাই করা বর্ণমালা অপস্রীয়মান। রংয়ের মাধুর্যকে ভারত বর্ষ চিরকাল সম্মান করে এসেছে। এখনো করে। সে যাই হোক। একটা সিগারেট খাব জন্য কামরার দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ট্রেনের প্রতিটা কামরার শেষে দুটো টয়লেট। ভেস্টিবিউলের দু'পাশে। ট্রেন যাত্রীদের সুবিধার জন্য আছে বেসিন। তার নীচে গারবেজ বক্স। সেই বেসিনের ধারে, এক কোনে গেরুয়াধারী দন্ডায়মান। একটু ঠেস দিয়ে আছেন টয়লেটের পার্টিশানে। সিগারেট খাচ্ছি। জানি অন্যায়, চোখ পড়ে আছে সেই গেরুয়াধারীর দিকে। মানুষের মুখ দেখলেও কিছুটা আন্দাজ করা যায়। একটা রহস্যজনক চরিত্র আমার সামনে। এটা আমার একটা বদ গুণ। মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা অনন্তের দুয়ার খুলে দেয়। আমি যখন সত্যিই অনন্ত সন্ধানী সুতরাং এই গেরুয়াধারী আমার আলাপচারিতায় বাদ যাবে কেন? ওনার দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির। অপলক। কে কোথায় কি করে যাচ্ছে তাতে ওনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আগ্রহ তো আছে আমার! একজন নিস্পৃহ মানুষের সঙ্গে কিভাবে কথা বলা যায়! আপনার নাম কি! কোথায় থাকেন! কোথায় যাচ্ছেন! এইসব অতি সাধারণ প্রশ্ন। আমি দুয়ার খুঁজছি সেই গৃহে প্রবেশ করবার জন্য। ট্রেনের মধ্যে সিগারেট খাওয়া কি ঠিক? চমকে উঠলাম। যার সম্পর্কে এত কথা ভাবছিলাম সে নিজে থেকেই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে। ঠিকই বলেছেন। আসলে একটু আধটু.... তাই বলে নিয়ম লঙ্ঘন করবেন। লজ্জায় মাথা কাটা গেল। সরি শব্দটা উচ্চারণ করে সিগারেটটা ফেলে দিলাম। আপনাকে ধন্যবাদ। গেরুয়াধারী উত্তর দিলেন। সংসারে অনেক নিয়ম মানতে হয়। যারা নিয়ম মানে তারাই সংসারী। আর সংসার অনেকটা দুর্গের মত। যা আপনাকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছে। সংসার নামের দুর্গে আছেন জন্য বোঝেন না। আমিও ছিলাম। আমাকে দেখে আপনার অনেক প্রশ্ন জেগেছে মনে, তাই তো? একি! উনি কি অন্তর্যামী!!!! আমার মনের কথা বলতে শুরু করলেন!!!! আপনি সিগারেট খেতে এখানে আসেননি। আমাকে দেখতে এসেছেন। আমি যে বেমানান এই গেরুয়াধারীদের থেকে তা বিলকুল জানি। কোথায় যাব জানতে চাইছেন না? রক্ষা করো ঈশ্বর। পথ চলতে চলতে তুমি কখন যে তোমার লীলা দেখাও কে জানে!! আমি নির্বাক। দূরে------ বহু দূরে নাগালের বাইরে -------। আমার সাধের সংসার আর কাছের মানুষদের থেকে অনেক দূরে। তিনি উত্তর দিলেন। কেন? ওই মুহূর্তে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। এবার সাহস করে প্রশ্ন করলাম। কেন ছাড়লেন সংসার? পরিষ্কার মনে আছে ইংরেজিতে জবাব দিলেন সেই গেরুয়াধারী, **I was obstinate and stubborn. This is why I am here. I have lost all...** অভিজ্ঞতার তো শেষ নেই। শঙ্করাচার্যের সেই শ্লোকটি মনে পড়ে গেল, "সংসারওহম অতীব বিচিত্র।" শংকরাচার্য সংসার কে বিচিত্রই শুধু বলেননি তার সাথে যোগ করেছেন 'অতীব' শব্দটাকে। "অতীব" শব্দের আক্ষরিক ব্যাখ্যা আমি জানিনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: 'পেনডাউন' হয়নি বলে দাবি করলেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিল চন্দ্র রায়। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার আব্দুল কাদের সফেলিকে কর্তব্যে গাফিলতি এবং অসহযোগিতার অভিযোগে শোকজ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ওই ঘটনার প্রতিবাদে অধ্যাপকদের একাংশ দাবি করেছিলেন পেনডাউন কর্মসূচি নিয়েছেন তাঁরা। ২৯ এপ্রিল সোমবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে উপাচার্য দাবি করেন, সংবাদ মাধ্যমের কাছে তিনি জানতে পেরেছিলেন পেনডাউন রেখে কর্মবিরতির খবর। এরপরে এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের কাছে মেইল করে জানতে চাইলে তাকে উত্তরে জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পেনডাউন বা কর্মবিরতি হয়নি। তবে এদিনও উপাচার্য অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করছেন না রেজিস্টার। তবে রেজিস্টার আব্দুল কাদের সাফেলি এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দেননি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার রেজিস্টারকে শোকজ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভেঙ্গে মিটিং ডাকার অভিযোগ তোলেন উপাচার্য। তবে এখনও শোকজের জবাব রেজিস্টার জানাননি। উপাচার্যের দাবি সাতদিনের মধ্যে জবাব তলব করলেও সেই সময় এখনও পার হয়নি। তিনি আশাবাদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্টার শোকজের জবাব দেবেন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। তা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা ওয়েবকুপার কোচবিহার জেলা নেতা সাবলু বর্মণ বলেন, "এমন দ্বন্দ্ব চলতে থাকলে আরও বড় ক্ষতির মুখে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়। পঠন-পাঠন ব্যাহত হবে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ছাত্র-ছাত্রীরা। সেক্ষেত্রে দ্রুত বিষয়টি মিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা উচিত।"

ছায়ানীড়ের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন করল কোচবিহার ছায়ানীড়। এইদিন সন্ধ্যায় টাকাগাছে অবস্থিত ছায়ানীড়ের নিজস্ব মহড়া কক্ষে রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ফুল এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংস্থার সভাপতি সর্বাণী সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিশু শিল্পীদের হাতে জ্বলন্ত মোম নিয়ে সমবেত নৃত্য ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়াও নৃত্য পরিবেশন করে শিশুশিল্পী অনুষ্কা, অথয়া, রিতা ও প্রিয়াঙ্কা। আবৃত্তি পরিবেশন করে শিশুশিল্পী শোভেন, সূর্য, পারিজাত, অভ্রজ্যোতি, প্রেম, অঙ্কিত ও কুমারজিৎ এবং সংগীত পরিবেশন করে শিশুশিল্পী শ্রেয়সী ও শ্রাবন্তী। লোপা কুন্ডুর একক নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠানের আলাদা মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মুন। সবমিলিয়ে ছায়ানীড় পালন করলো একটি জমজমাট রবীন্দ্র সন্ধ্যা।

গাজোলে রাতের অন্ধকারে দুঃসাহসির চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: গভীর রাত্রে দুঃসাহসী চুরিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো গাজোল হরিদাস গ্রামে। চুরি যাওয়া বাড়ির মালিকের নাম নব কীর্তনীয়া, বাড়ি গাজোল এক নং অঞ্চলের হরিদাস গ্রাম, চুরি যাওয়া গৃহস্থের বাড়ির মালিক নব কীর্তনীয়া জানান, বাড়ির পাশে বিয়ে অনুষ্ঠান ছিল, বাড়ি থেকে সকলে মিলে বরযাত্রী গেছিলাম। ফাঁকা বাড়ি থাকার সুযোগে গভীর রাতে তালা ভেঙে দুঃসাহসী চুরি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। গৃহস্থের বাড়ির লোকজনের আনুমানিক একটা নাগাদ বাড়ি ফেরে আসে। এরপর ঘরে ঢুকতেই চক্ষু চড়ক গাছ, ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা দেখতে পারেন তারা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাড়ির জিনিসপত্র। বাড়ির মালিক নব কীর্তনীয়া জানান, নগদ প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ও এক ভরি সোনার গয়না চুরি যায়। বর্তমান বাজার মূল্য সবমিলে লক্ষাধিক টাকা বলে জানান তিনি। এই চুরির ঘটনায় রাতেই গাজোল থানা প্রশাসনকে ফোন করে জানানো হয়। পুলিশ প্রশাসন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ও ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পুলিশের কাছে ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির মালিক।

বই রিভিউ: একটি পাঠ অভিজ্ঞতা

নীলাদ্রি দেব

* শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জেগে থাকে শুধু মার্জিনেলিয়া' পড়েছিলাম। কিছু বই পুনঃপাঠ দাবি করে, এটি একটি। সম্প্রতি পড়লাম আবার। জেগে থাকে শুধু মার্জিনেলিয়া। শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজল্প। এক ফর্মা আয়তনে বিস্ময় ঘোর খেলা করে। প্রথম কবিতাটি প্রতিধ্বনি নিয়েই শুরু হচ্ছে যেন। "অসুখের ক্লান্ত প্রতিধ্বনি থেকে সে হেঁটে যায় কুয়াশায় পাহাড়ঘরে..."(অসুখের ক্লান্ত প্রতিধ্বনি থেকে) কবির কমিউনিকেশনে, ভাষার গভীরে যে যাতায়াত গড়ে ওঠে, তাতে তীক্ষ্ণ। অনন্তকে প্রকট করে তোলে। 'ডায়েরি, ৭ নম্বর সে লিখেছিল' কবিতায় কবি লিখছেন, "সব অভ্যাসের আড়ালেই আছে আততায়ী অনুপ্রাস অক্ষরের পক্ষে অস্বস্তিকর প্রতিটি পুড়ে যাওয়া বইয়ের শেষে থাকে প্রাচীর আর একক চেলোর হাহাকার যে-কোনও শব্দই মাইক্রোস্কোপের নীচে বিষণ্ণ বিষণ্ণ" ১২ টি কবিতা। বারো কোণের এক জ্যামিতির ভেতর ভিন্ন বাহু ভিন্নতর দেখা ও দৃষ্টিকে কেন্দ্রে রেখে যে আলোর উচ্চারণ বা উচ্চারণের আলো, ভাবায়। ভাবতে বাধ্য করে। টুকরো পংক্তি দিয়ে আকার স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। তবু। 'ফতোয়া' কবিতার এক অংশে লিখছেন, "শুধু আকাশ থেকে উড়ে এল গোলাপি ফতোয়া- সব কবিতার শেষে সব কান্নার শেষে 'অজ্ঞাত' লেখা বাধ্যতামূলক করা হল" 'স্মৃতি বিষণ্ণতা কলকাতা', 'যেভাবে জেলখানায় হাত ঘুরতে ঘুরতে' কবিতাগুলো শুধুই কি কবিতা! কবি লিখছেন,"প্রাজ্ঞ মাছের সারি আজ বহুদূর... স্মরণসভার পথে অনেকপাথর তার চেয়ে এইখানে এসো আঙুলের মুদ্রায় শোনো পৃথিবীর, জলের প্রাচীন গান" (কবিতা) এত টান। এত ম্যাজিক। এমত গেরিলা অক্ষর। ঝুঁকে আসি। শান্ত জলের ওপর শিমুলের তুলো। ভাসে। ভাসে কি আদৌ! 'কিছু ম্যাজিক আর শব্দের খোঁজে' কবিতায়, "মেলা ভেঙে গেছে কোন বর্ষায় এখনও ঘোষকের হিম-হাসিতে উঁচু ঘাস আর কাদা ঠেলে এগিয়ে আসে সবাক বেড়াল, দর্শকহীন টেলিভিশন চলতে থাকে ঘরে-ঘরে মুখোশ আর ভিজে পোশাক ছুটে উঠতে চায় মঞ্চে শোনে-বদলে নিন নিজেকে, বদলে নিন আজই! অফার! অফার! ডিসকাউন্ট! ডিসকাউন্ট!"

বহুবর্ণ পাল। বাতাস যতটা লাগে, দূরত্ব আঁকে। আমাদের জার্নি গড়ে ওঠে। আবহমানের এই পথচলা আসলে আকর। 'না-লেখা এলিজি'তে কবি লিখছেন, "তবু এক-একটি সন্ধের কলকাতা খাদ্যের অক্ষরে ভরে থাকে, ৪৫ আরপিএম ঘুরতে-ঘুরতে গিলে নেয় সব রং-'' সূক্ষ্ম। অথচ সূক্ষ্ম এই বিনিময়। যদিও গাঢ়। যদিও সংজ্ঞার অতীত কোনও স্পর্শ উদ্দীপক। "সস্তা বব মার্লে লাইটার থেকে জ্বলে ওঠে ৬৪ মিলিমিটার আগুন, পুড়তে-পুড়তে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়..." (বন্ধুর জন্য কবিতা) শেষ কবিতায়। কিংবা শুরুতে। অন্যরকম এক শুরুতে। (জেগে থাকে শুধু মার্জিনেলিয়া। শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজল্প।)

* দেশের ভিতর ঘর। বিবস্থান। অন্যতর স্বর বহন করছেন। কবিতা থেকে কবিতায় সূক্ষ্ম সুতোর টান। কবি লিখছেন,

'শ্মশানের ভাঙা চাঁদ চুল্লিগামী হয়/.../
কবিদের মৃতদেহ খুঁটে খেতে খেতে/
কখন যে মৃতভুক নিজেকেই খেল/
অসীম ক্ষুধাটি তার খবর রাখেনি'।

দেশের ভিতর কোণে কোণে মাকড়সার জাল। জাল কেটে আলো। কিংবা আলেয়া। অনেকটাই ভানভনিতার আড়াল ভেঙে প্রকট করেছেন। বলেছেন, 'কার পেটে কত ভোট গুনে দেখ আদমশুমারি!' কখনও কবি কমিয়ে আনছেন ঘর থেকে দেশের মধ্যেকার দূরত্ব দৈর্ঘ্য। ধর্ম ৩-এ কবি বলেন,

'মা-বাবার প্রবল কুসংস্কার/
যা তারা পেয়েছিল তাদের মা-বাবার থেকে/
আমার কোমরে সুতো/
বাজুতে মা আয়ু বেঁধে দিত।/
আয়ুরেখা খুলে রেখে একদিন আমি বড় হয়ে যাই'।

সহজ সুরে স্পর্শ করতে চাইছেন সময়ের কঠিন, আগামীর প্রশ্নচিহ্ন। উচ্চারণ করছেন, 'এত কথা বলে ফেলেছি ভয় হচ্ছে যেন/ এইবার বাংলা ভাষা শেষ হয়ে যাবে।' এই সব অমোঘ বিস্ময় বহন করি। মৃত্যু কবিতায় কবি বলছেন,

'জ্বরের ঘোরের গায়ে পাখি বসে আছে।/
এক্ষুনি উড়ে যাবে বলে/
কথাদের থামিয়ে রেখেছি।'

পুস্তিকাটির পাঠ ও পুনঃপাঠ শেষে যতটা স্পেস গ্যাপ, লুপে ফিরছে দেশ, ক্ষুদ্র একক, আমরা থেকে আমি, এক বৃত্তপথ কিংবা প্রশ্ন জ্যামিতি। (দেশের ভিতর ঘর। বিবস্থান। বিজল্প।)

*হেই সামালো। সাবিনা ইয়াসমিন। বলতে চাওয়া কথাদের, ১১ টি কবিতায়, দুমলাটে। নিজস্ব দর্শন গাঢ় হয়ে আছে। অথচ উচ্চকিত নয়। মুহূর্তের টানা ও ছাড়ার মাঝে যে সামান্য দাগ, তাও প্রতিফলিত। 'একটি মফ:স্বলীয় আর্তি' কবিতায় কবি বলছেন, 'দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে যা কিছু সমবেত। যা কিছু সমব্যথী। জনে জনে ভাগ হয়ে গেছে জনপদ। নিজের সাথেও কত খণ্ড খন্ড, বহু খণ্ড জীবন বয়ে চলা মফ:স্বলের ঘর।' এমনই সৎ ও সত্যি, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর, নিজস্ব ভাষাশৈলীতে ধারণ করেছেন কবি। (হেই সামালো। সাবিনা ইয়াসমিন। বিজল্প।)

*দহ, দহন ও দাহপত্র। সৌরভ মজুমদার। কবির অনুভব-অনুভূতির স্তরগুলি যত্নে গ্রন্থিত। স্পর্শ করছিলাম পংক্তির গভীরে প্রাণ। আলো ও ছায়ার যৌথতা যতটা ঝুঁকে আসতে বলে, দেখি, এই সুর বাজে আর বাজতেই থাকে। কবি বলেন,

'আহত এস্রাজ আজ অভিমানে বাজেনা প্রত্যহ/
ঝড়ের বিশ্রাম দীর্ঘ অঘোর জল-বিভাজিকায়/
কখনো তরঙ্গ-সুর পেয়েছিল অনন্ত আবহ--/
আবর্ত নীরবে ফেরে ক্লান্তিহীন শান্ত সাধনায়'।

ব্যক্ততার নিজস্বতায় স্পষ্ট দেখার মধ্যেকার দেখার রঙরূপ। তাই তিনি বলতে পারেন,

'গিরিখাতে নেমে গ্যাছে যে নরম পথের নিশানা/
পাথর-সন্ন্যাস নিল যেখানে ধ্যানমগ্ন ঝিনুক/
আলোক বিরহে দীর্ঘ শোকাকুলা কৃষ্ণ শামিয়ানা/
পান্থ রাধাচোখ দুটি সেইখানে কুটির গড়ুক'।

বাকরীতিরেখার ওঠানামা ধরে রাখে, গভীরে যায়, কলমের সমান্তরালে, এবং আবারও। কবিতাকরণের বাঁক বড় টানে। কবি উচ্চারণ করেন,

'চোখবন্ধ করে, বেদনা/
এবার শোনার পালা, প্রথমে কাছের/
ক্রমশ দূরে চলে যাওয়া, উৎসে//
ব্যথাগুলি কোলাহল করে/--
তোমাকে ঘিরে থাকে-- প্রতিটির ধ্বনি//
ভিতরের কানে নিয়ে, শুনি'।

চলনের গান স্পষ্ট হয়। তাই কবি 'যে যেখানে' শীর্ষক চারে বলতে পারেন, 'যত জানো তুমি তার সব-ই অজ্ঞতা/ তোমার শূন্যতা দিও, শূন্য অক্ষ, স্রোতে'। ব্যক্তি অনুভব ছুঁয়ে দিচ্ছে তীক্ষ্ণ, অথচ শান্ত। বলছেন, 'প্রায়শই ঘাই মারে অনন্য পৌরুষ, 'জেগে আছো'?/ অক্ষ থেকে জাগি...'। 'যে যেখানে' শীর্ষক ছয়, নীরব বসি, নত হই। এমন কিছুর অপেক্ষায় থাকি। এবং সংগ্রহযোগ্য। (দেহ, দহন ও দাহপত্র। সৌরভ মজুমদার। বিজল্প।)

* বরফশোক। সপ্তর্ষি বনিক। ওঁর কবিতার সঙ্গে অনেকটাই পরিচিত ছিলাম। বেশ একটা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে পরিচিত খোলস বারবার ভাঙতে চেয়েছেন সপ্তর্ষি। এই পুস্তিকাতেও। কখনও বলেছেন, 'পাগল আর পাখির সমীকরণে/ জেলখানার হিসেব এনো না।' আবার কখনও, 'গান এবং গানবুলেটের মধ্যে সামান্য তরঙ্গের পার্থক্য।' ব্যক্তিকথন যেভাবে সমষ্টির, সৃষ্টি থেকে নির্দিষ্টি দূরত্বেও টান খেলে যায়। কবি বলে ওঠেন, 'বৃষ্টিদিনে বেশ্যালয়ের দরজা ঠকঠক করি। আশ্রম খুঁজি মনে মনে,... ধীরে ধীরে খোলস ছাড়ছে সাপ, আর আমাদের হাতে বংশ পরিচয়ের খাতা...'। সময়কে সময় দিয়ে যাচাই করতে পারেন কবিই। উচ্চারণ করেন, 'দুপুর, দড়ি, আত্মহত্যা কিছুই আসলে সাজানো গল্প নয়। সবই পর্দার উপরে পর্দা ফেলে দেওয়া ঘটনা।' সপ্তর্ষি ওঁর বাকি বইগুলো থেকে নির্দিষ্টি দূরত্বে। প্রায় কোনও ছায়া রাখেনি। বলছেন,

'ছাতা আসলে রোদ নয়, স্বপ্ন ঢাকে/
ঢাকে যুবক আর পথিকের মাঝের বিছানো শব্দের বাগান/
ফুলের গন্ধ/
প্রেমিকার বুকের উচ্চতা।'

এই পুস্তিকায় রাখা কবিতা, কবিতার ক্রম, আগামীর দিকে আগ্রহ তৈরি করে। সমীকরণ কবিতাটিতে কবি বলেন, 'ভাগ করে নিই সম্পর্কের ভাগশেষ/.../ আপনার ঘুম ভাঙলে/ আসুন দুজনে ভাগাভাগি করে খাই/ নিজেদের...'। (বরফশোক। সপ্তর্ষি বনিক। বিজল্প।)

* লগ্ন। মৈনাক দাস। প্রথম কবিতা পুস্তিকাতেই নিজস্ব একটা বাতাস আছে। দেখা আর দেখানোর মাঝে যে অজস্র ফিল্টার, তাতে সৎ কিছু উচ্চারণ হারিয়ে যায় কখনও। মৈনাকের হারিয়ে যায়নি। প্রথম কবিতায় কবি বলছেন,

'কেউ তুলে নিয়ে এসে মানুষ করবার/
অছিলায় দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে নিজস্বতা।'

অথচ পুস্তিকাটি ওঁর নিজস্বতায় ভরে আছে। তাই কবি বলতে পারছেন, 'ডানদিকে বন্ধুরা টিউশনি করে/ বাঁদিকে আমার পকেটে গড়ের মাঠ'। মুহূর্ত রচনা করেছেন কবি, প্রাণ দিয়েছেন। পায়রা কবিতায় লিখছেন, 'মনে হয়- পাখিরা চিঠির জাত/ ডাকঘর খুঁজে নেবে নিজের মত করে'। আবার 'রেলগাড়ি' কবিতায় লিখছেন, 'প্রতিটি যাত্রী আজ সন্তানসম্ভবা/ তাদের প্রসব জুড়ে রয়েছে ফাঁকা কামরাটি...'। শুধু পংক্তিতে বেঁধে নেই, কবিতার দৈর্ঘ্য প্রস্থে সেই কিক স্পর্শ করতে পারেন পাঠক। একটি সম্পূর্ণ কবিতা রাখছি। মৈনাকের আগামী জার্নি বিষয়ে আগ্রহ রাখলাম। ছায়াকাল---------- আসলে জল বলে কিছু নেই আসলে ছায়া নেই কখনও, কোনোখানে...শরীর ভেবে এগিয়ে গেলে ধোঁয়া ছেড়ে শূন্য হওয়া যায় আরও শব্দ, আরও শীৎকার। আগুনে পুড়তে পুড়তে দেখা যাবে-আসলেই ছায়া বলে কিছু নেই কোনোখানে শুধুই ছাই। সে ছায়া হয়ে বাঁচে এইখানে... (লগ্ন। মৈনাক দাস। বিজল্প।)

* কান্না যত গভীর হবে। খুকু ভূএঞ্যা। বিক্ষিপ্ত ভাবে এই কবির কবিতা পড়েছিলাম। এ পুস্তিকাতেও নিজস্ব ছাপ স্পষ্ট। সহজ অথচ ভিন্নতর দেখা। তাই কবি বলতে পারেন, 'সহস্র চিতার দহন নিয়ে শ্মশান ভাঙে একা...'। বলেন, 'জল ফোটানো নারী আমাকে থালা ভরে খিদে দেয়'। 'অন্ধকারের মতো নির্জন হাত' কবিতায় কবি লিখছেন, 'ধাপে ধাপে সৃজন করেছি ছায়া/ অস্তিত্বের সুগন্ধ ছড়াতে ফুল রেখেছি হাড়ের/ ভেতর/ আমাদের কোমলতা জেগে ছিল নাভিচরে'। বলা ও না বলার ভেতর দিয়ে যতটা বলা, একটা যাপন উঠে এলো। যার অর্গানিক আলো, মাটিগন্ধ, ছায়া মিশে গান। লুপে জোনাক। লুপে লুপে অকৃত্রিম টান। 'মৃত্যু মুখর' কবিতায় পাই, 'কত রূপে মৃত্যু আসে/ তার বাঁধভাঙা উড়ান দেখে ভাবছিলাম উতলা রাধা/ শ্যামফুল ছুঁয়ে আবেগ পেতে চায় আগুন মালা/ আত্মহত্যা জমা হচ্ছে ডানায় ডানায়...'। এই উচ্চারণ স্থির অথচ অস্থির রাখে। কবি বলেন, 'মায়ের আঁচলে কখনো প্রজাপতি উড়তে দেখিনি/ দীপ জ্বেলে তুলসীতলার দিকে এগোলে বেড়ে যায় পৃথিবীর আয়ু'। ক্ষেত্রফলের কত একক প্রকট হল, প্রচ্ছন্ন কিছুটা। লখিন্দর কবিতায় যেমন,

'অবৈধ রাতের মতো ফোঁটায় ফোঁটায়
ঝরে যাওয়া অন্ধকার/
যত মুছে যাবে বেড়ে যাবে চাঁদের আয়ু/.../
তাকে বসন্তে শরতে ঢেকে দিতে না পারলে স্তন খেয়ে যায় কালপেঁচা/
রোদের ছোবল নিয়ে যতই এগোতে চাও না কেন/
তোমার চিতাকাঠ বিক্রি হচ্ছে প্রতিদিন ভরা বাজারে//
বেহুলাহীন লখিন্দর/
ক্ষরণে ক্ষরণে অস্তিমের নিঝুমকে স্পর্শ করে চলেছি শূন্য ভেলায়'।

এই একআধটা আকারই কি তবে কবি খুকু ভূএঞ্যার কবিতার সামগ্রিক ছবি? তা তো নয়। একটি সম্পূর্ণ কবিতা রাখছি, বৃক্ষগন্ধ সন্তান----------একটু একটু কুয়াশা জমছে, হেমন্তের এক ফালি চাঁদে দেখা যাচ্ছে না ধানফুলের মুখ অস্পষ্ট সন্ধ্যা প্রার্থনা রেখে দেয় শাঁখের কাছে জন্ম সুন্দর হোক নক্ষত্র তুমি জেগে থাকো বেহুলার মতো সারারাত মৃত্যু সুযোগ নিচ্ছে প্রতিদিন প্রতিদিন বিকৃত সময় ও সমাজ আমি অন্ধকার তোমাদের বলি ছায়াগর্ভা জননী চায়, চাঁদের আটি ফেড়ে বেড়ে উঠুক জোসনা গাছ নিকোনো উঠোনে শোষকের মুখ নয় সহজপাঠ খুলে চেয়ে থাক নীলঘন আকাশের দিকে আমাদের বৃক্ষগন্ধ সন্তান (কান্না যত গভীর হবে। খুকু ভূএঞ্যা। বিজল্প।)

* কুয়াশা ও অন্ধকারের সংলাপ। সুদেষ্ণা ঘোষ। সুদেষ্ণা লেখেন, 'ধরো হলুদ বালবের আলো একদিন মাছের মতো সাঁতরে ঢুকে পড়লো তোমার গানের মধ্যে?/.../ ঢালু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে অনেকদূর গিয়ে একদিন থেমে গিয়েছিল একটা ছোট্ট খেলনা। তুমি কোথায় ছিলে? কাছেই?' এত জীবন্ত এই কথোপকথন। পথের কিংবা পাঠের একাকীত্ব মিলিয়ে যায়। 'অসম্ভব গল্প ৩'এ কবি বলেন,

'চলো, আমরা সম্ভাবনার কথা বলি।/
যেমন ধরো, অনেক সাদা পাখি ঘুরে যাচ্ছে ভাঙচুরের জ্যামিতি মেনে।/
কিংবা ধরো কারও চোখের তারায় ধরা পড়ছে প্রগাঢ় বিস্ফোরণের শব্দ।'

দুটো সমান্তরাল পথ ওভারল্যাপহীন দিগন্তের দিকে এগুচ্ছে। গ্রাফে ওঠানামা, অক্ষবিন্যাস ও অন্যান্য। দু'মলাটে স্বাদেরও কোলাজ। 'অবরোধ' কবিতায় লিখছেন, 'আজকাল রাত হলেই অ্যাকোরিয়ামের জল বাড়তে থাকে।/.../ আর ভূগোল বইয়ের প্রবল সব গিরিখাতের/ ভিতর ডুবে যেতে থাকো তুমি।/ রাস্তায় সব হলদে মুখোশপরা লোক...'। গান গানের মতো বইছে, অথচ দেখা থেকে দৃষ্টি আলাদা করা সম্ভব। কবি দেখাচ্ছেন,

'সেই অনেক আগে একটা পুরনো সেপিয়া আলো আমাদের জং ধরা দরজার পাশে/
পড়ে থেকেছিল অনেকক্ষণ।/
আর মানিপ্ল্যান্টের চারা দ্রুত এত দ্রুত বেড়ে উঠছিল চারদিকে,/
আমরা ভয় পাচ্ছিলাম হারিয়ে না যাই একেবারে!/
একটা সেতুর যে দু'রকম নাম হতে পারে, সম্পূর্ণ দু'দিকে চলে যেতে পারে/
এসব কথা আমরা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলাম।'

মধ্যবর্তী শূন্যতার মনোলগে। আবার কোথাও স্পষ্ট উচ্চারণে কবি বলছেন,

'কয়েদখানায় কোনও আয়না থাকে না।/
কয়েদখানায় কেন আয়না থাকবে অরণি?'

পুস্তিকার এই জার্নিতে বেশ কিছু খাঁজ ভাঁজ আছে, তাই শেডস। তাই পাঠক খুঁজে নিতে থাকি স্পর্শ বোধ। (কুয়াশা ও অন্ধকারের সংলাপ। সুদেষ্ণা ঘোষ। বিজল্প।)

*কবি সৌভিক গুহসরকার। বিক্ষিপ্তভাবে তার কিছু লেখার পাঠক আমি। জেনেছি, প্রকাশিত কবিতার বই: 'অগোছালো সময়', 'অন্ধকারের পালক', 'নষ্ট সময়ের নাচঘর', 'মহামায়ার পাড়া', 'ফরিদপুর, বিক্রমপুর'। বিজল্প সিরিজের 'লৌহ গম্বুজের ওপারে' পাঠ পর্বে স্পর্শ করলাম সমসময়ের অস্থির। তীব্র কিছু ঝাঁকুনি না বলা অনেক বলে দিচ্ছে যেন! 'কবিতার বই' কবিতাটির শেষ অংশে আছে, টীকা: সারা পৃথিবীতে বহু আঞ্চলিক 'মৃত্যুমঙ্গল' রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। মূল আদি লেখাটি খুঁজে পাওয়া যায় না। 'ভগ্নস্তূপে কবিতার ক্লাস' কবিতার এক অংশে কবি লিখছেন, ঘোর অন্ধকারে মৃত শিক্ষক কবিতার ক্লাস নিচ্ছেন শরণার্থী শিবিরের ভগ্নস্তূপের নীচে- একজন মৃত ছাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার আপনার চশমা আছে কিন্তু চোখ নেই!' যে ভাষা কবি বহন করছেন, ভূগোলের উপরে উঠে এ আস্ত বৃত্তের। প্রতিটি একক মৃত্যু জমে স্তর। স্তরের মাটি যতটা সোঁদা, বারুদগন্ধ। বয়ে যাচ্ছি। তাই কবি বলতে পারেন 'জঙ্গীরা রাষ্ট্র হয়ে উঠলে রাষ্ট্র জঙ্গী হয়ে ওঠে'। বলতে পারেন, 'রক্ত ততদিন জানোয়ার যতদিন মানুষ তার মালিক'। কিন্তু এই দেখা ও বলার মধ্যেকার যে পথ, তা গভীর ছাপ রাখে দুই ভ্রূ'র মাঝে। দাগ হয়ে থাকে। কবি উচ্চারণ করেন, 'ভাঙা শহর কুড়িয়ে আমাদের জীবন কেটে যায়/ আশ্বিন মাসে কাশফুলে কত রক্ত লেগে গেল তোমাকে দেখাই'। কৈশোরকাল কবিতায় 'ফেটে-যাওয়া শহরের বুকে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কৈশোরকাল...', বর্তমান শুধু নয়, অতীতে ভবিষ্যতে ধ্রুবক সমান। প্রবেশক থেকে 'উপস্থাপনা', এবং আরও কিছু। সবটা মিলে একটি কবিতাই হয়তো-বা। এই পুস্তিকা পাঠক পড়েছেন বা পড়বেন, তবু, শেষ কবিতাটির শেষ অংশ রাখছি। 'না না। এটা শিল্পসম্মত নয়। এক কাজ করো- চিত্রগুলো পর পর সাজাও। শব্দ চিৎকার আর কানে-তালা-লাগানো সাইরেনের আওয়াজ সরিয়ে ছবিগুলোর পেছনে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজানো কাফি রাগটি বসিয়ে দাও। সঙ্গতে ছিলেন জাকির হোসেন। ১৯৮২ সাল। ধ্বংস, মৃত্যু, গণহত্যা যাই হোক- দেখতে সুন্দর হওয়া দরকার' (লৌহ গম্বুজের ওপারে। সৌভিক গুহসরকার। বিজল্প)

উন্নত পরিষেবা নিয়ে বাজাজ অ্যালিয়ান্স-এর নতুন প্রয়াস

কলকাতা: ভারতের প্রাইভেট ইনস্যুরেন্স কোম্পানি বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্স, প্রিভে নামক কাস্টোমারদের এক্সপেরিয়েন্স প্রদানে একটি প্রোগ্রাম শুরুর ঘোষণা করেছে, যা উন্নত এবং নতুন গ্রাহক পরিষেবার সুবিধা প্রদান করবে। ঐতিহ্যগতভাবে, ভারতে ইনস্যুরেন্স ক্ষেত্র বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মূলত শহর, শহরতলীয় এবং গ্রামীণ বাজারের গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা প্রদানের ওপর ফোকাস করা হয়েছে, যার ফলে মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীণ গ্রাহকদের সহায়তা হয়। বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্স গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করবে, যেখানে ইনস্যুরেন্স সমাধানের প্রয়োজন হয়। প্রিভে চিরাচরিত ইনস্যুরেন্স অফারগুলির চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা প্রদান করবে। প্রিভে-এর অংশ হয়ে ওঠার মাধ্যমে, গ্রাহকরা বিশেষ এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইনস্যুরেন্স সার্ভিসের বিশেষ সুবিধা লাভ করবেন, যাতে তাদের প্রয়োজনীয়তাগুলির সমাধান করা যায়।

প্রিভে-এর একটি অংশ হওয়ার জন্য, গ্রাহকদের স্বাস্থ্য, বাড়ি, মোটর, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা এবং সাইবার, ইনসিওর্ড জুড়ে তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রোডাক্ট থেকে নির্বাচন করার সাথে ১ কোটির ন্যূনতম বিমাকৃত অর্থের সাথে গ্লোবাল হেলথ কেয়ার বিদেশী চিকিৎসার মতো সুবিধা ও আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও জরুরি চিকিৎসা, গ্রাহকরা যোগ্যতার জন্য ইনস্যুরেন্স অর্থের যেকোনো একটি বিকল্প বেছে নিতে পারেন। এছাড়াও, ভি-পে অ্যাড-অন কভার সহ একটি মোটর প্রোডাক্ট অফার করা হবে। এই অ্যাড-অন কভারটি মোটর গাড়ির জন্য ন্যূনতম ইনসিওর্ড ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালু (আইডিভি) ২৫ লক্ষ বা তার বেশি পরিমাণ প্রয়োজন। মাই হোম ইনস্যুরেন্স অল রিস্ক পলিসি নিশ্চিত করে যেন বাড়ির কাঠামো এবং মূল্যবান জিনিসপত্রের জন্য কম্প্রিহেন্সিভ ইনস্যুরেন্স-এর সুবিধা পাওয়া যায়। এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফ্রেমওয়ার্ক জন্য ন্যূনতম সাম ইনসিওর্ড ৩ কোটি, নন-পোর্টেবল কনটেন্টের জন্য ৩০ লক্ষ এবং পোর্টেবল আইটেমগুলির জন্য ৬ লক্ষ হবে। এছাড়াও, গ্রাহকরা গ্লোবাল পার্সোনাল গার্ড পলিসির মতো উন্নত প্রোডাক্টের জন্য বেশি পরিমাণের সাম ইনসিওর্ডও বেছে নিতে পারেন। প্রোডাক্টে গ্রাহকদের জন্য 'প্রিভে কানেক্ট' এর সুবিধা থাকবে, যে কোনও ক্লেম পূরণের জন্য সমস্ত ইনস্যুরেন্সের প্রশ্ন এবং প্রয়োজনীয়তার দ্রুত সমাধান করার জন্য। এই পরিষেবায় 'কেয়ার এঞ্জেলস' সুবিধা রয়েছে, এছাড়া মোটর ইনস্যুরেন্স অ্যাড-অন প্রোডাক্ট ভি-পে-এর জন্য, নন-মোটর ইনস্যুরেন্স, সহ বিভিন্ন সুবিধা থাকবে।

প্রিভে-এর এই ধরনের বিশেষ প্রোগ্রাম প্রথম পুণেতে সূচনা করা হয়েছিল। এই ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন বাজাজ ফিনসার্ভ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জীব বাজাজ। লঞ্চ ইভেন্টে বিখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীত সুরকার জুটি বিশাল শেখর তার সঙ্গীত পরিবেশনা দিয়ে উপস্থিতদের মুগ্ধ করেছেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার রকি স্টার, বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্স-এর এমডি এবং সিইও, তপন সিংঘেল, বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্স-এর হেড মার্কেটিং বিক্রম ভায়ানা সহ কয়েকজন নির্বাচিত পার্টনার এবং কর্মচারীগন।

বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্স-এর এমডি এবং সিইও, তপন সিংঘেল জানিয়েছেন, "প্রিভে-এর সাথে আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তাগুলি উদ্ভাবন এবং সমাধান করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রিভে এই ক্লায়েন্টদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ প্রোডাক্ট এবং পরিষেবার মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে।"

কেশ কিং-এর নতুন প্রচারাভিযানে শিল্পা এবং পলক-এর জুটি

শিলিগুড়ি: কেশ কিং অ্যান্টি-হেয়ারফল শ্যাম্পু শিল্পা শেঠির সৌন্দর্যের সাথে পলক তিওয়ারির তারুণ্যের শক্তিকে একত্রিত করেছে। শিল্পা ২০১৯ সাল থেকে ব্র্যান্ডের মুখ এবং কেশ কিং আয়ুর্বেদ তেল - ভারতের ১নং হেয়ারফল বিশেষজ্ঞকেও সমর্থন করে। রাজু হিরানি ফিল্মস দ্বারা তৈরি, নতুন কেশ কিং অ্যান্টি-হেয়ারফল শ্যাম্পুর কমার্শিয়াল ফিচারস দুই সেলিব্রিটির মধ্যে একটি মনোমুগ্ধকর বিনিময়, যা অতীতের "উড়ে যাব যাব জুলফে তেরি"-এর নস্টালজিক বলিউড সাথে মিশে গেছে। এই নতুন উন্নয়ন সম্পর্কে ইমামি লিমিটেডের ডিরেক্টর মিস প্রীতি সুরেকা বলেছেন, "কেশ কিং হল চুল এবং মাথার ত্বকের যত্নের সলিউশন ব্র্যান্ড যার শক্তিশালী আয়ুর্বেদিক শংসাপত্র রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, ব্র্যান্ডটি শিল্পা শেঠির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে তার মূল টিজিকে কার্যকরভাবে

পূরণ করেছে। শিল্পা, যোগব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপনের প্রচারে তার দক্ষতার সাথে, প্রাকৃতিক সমাধানের প্রতি ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতিকে পুরোপুরি মূর্ত করে। পলক তিওয়ারি, বলিউডের একজন উদীয়মান তরুণ প্রতিভা শিল্পার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যে তারুণ্যের সতেজতাকে পরিপূরক করবে, যা ব্র্যান্ডের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

কোকা-কোলার ২০২৪-এর প্রথম ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ

কলকাতা: কোকা-কোলার প্রথম ত্রৈমাসিক ২০২৪-এর ফলাফলগুলি গ্লোবাল ইউনিট কেস ভলিউমে ১% বৃদ্ধি, নেট আয়ের ৩% বৃদ্ধি এবং জৈব আয়ের ১১% বৃদ্ধি করেছে। কোকা-কোলা ভারতের কিউ১ ২০২৪ ফলাফলের বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে, গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে ডিজিটাল টুলের ক্রমাগত ব্যবহারকে হাইলাইট করেছে।

পাইকারি বিক্রেতারা অ্যাপের মাধ্যমে বাল্ক অর্ডার দেওয়ার জন্য কোক বাডি, একটি গ্রাহক এনগেজমেন্ট প্ল্যাটফর্মে এআই-চালিত অর্ডার সুপারিশগুলি ব্যবহার করছে। মার্কেট পারফরম্যান্স অনুসারে, বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কোকা-কোলা ভারতে বৃদ্ধি পেয়েছে, ফিলিপাইন, ভারত, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার বৃদ্ধি চীনের পতনের চেয়ে বেশি ছিল। ২০২৪-এ জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে, কোম্পানি কিছু ভারতীয় অঞ্চলে বটলিং কার্যক্রম পুনরায় ফ্র্যাঞ্চাইজ করেছে, যার ফলে ২৯৩ মিলিয়ন নেট লাভ হয়েছে।

হিমালয়ার রি-হাইড্রেট পানীয়র সাথে সতেজ থাকুন এই গরমে

শিলিগুড়ি: হিমালয়া ওয়েলনেস কোম্পানি, ভারতের একটি নেতৃস্থানীয় সুস্থতা ব্র্যান্ড, রিহাইড্রেশন এবং ক্লান্তি মোকাবেলা করতে, দ্রুত পুষ্টির পূরন প্রদানের জন্য অ্যাপল এবং অরেঞ্জ ফ্লেভারে তার সাম্প্রতিক হিমালয় রি-হাইড্রেট পানীয় লঞ্চ করেছে। হিমালয়া রি-হাইড্রেট হল ৪০% কম শর্করা এবং ৫০% বেশি ভিটামিন সি সহ একটি স্বাস্থ্য-সচেতন পানীয়। এটি ক্লান্তি দূর করতে সহায়তা করার জন্য এবং বিচক্ষণ গ্রাহকদের পছন্দগুলি পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পাঁচটি অপরিহার্য ইলেক্ট্রোলাইট-সোডিয়াম, ক্লোরাইড, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম-এর মিশ্রণে জিঙ্কের পাশাপাশি হিমালয় রি-হাইড্রেট গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিগুলি দ্রুত ক্লান্তি থেকে মুক্ত করে। এছাড়াও, আমলা এবং ডালিমের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট-সমৃদ্ধ পুষ্টিতে ভরপুর ফলগুলি শরীরের প্রাকৃতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। হিমালয় এই নতুন লঞ্চের মাধ্যমে দেশ জুড়ে প্রায় ৩০,০০০ ডাক্তার এবং ৭৫,০০০ খুচরা দোকানে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেছে।

নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে মন্তব্য করে, হিমালয় ওয়েলনেস কোম্পানির বিজনেস হেড-ওটিসি বিকাশ বংশী জানিয়েছেন, "হিমালয়া রি-হাইড্রেটের সাথে আমরা বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার সমন্বয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রাহকদের একটি পুনরুজ্জীবিত সমাধান প্রদান করার প্রচেষ্টা করছি। একইসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য হল উদ্ভাবনী ফর্মুলেশন এবং মানের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে স্বাস্থ্য পানীয় বাজারের বৃদ্ধিকে অতিক্রম করা।"

টয়োটা কির্লোস্কর মোটর-এর নতুন ক্রিস্টা জিএক্স লঞ্চ

শিলিগুড়ি/কলকাতা: উন্নত ফিচারের সাথে ইনোভা ক্রিস্টার নতুন গ্রেড, জিএক্স+ লঞ্চের ঘোষণা করল টয়োটা কির্লোস্কর মোটর। গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে এই নতুন গ্রেডটি তৈরি করা হয়েছে যা এইভাবে গ্রাহকদের পছন্দ অনুযায়ী শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের প্রতি টিকেমে-এর প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। নতুন প্রবর্তিত ইনোভা ক্রিস্টা জিএক্স+ গ্রেড ১৪টি নতুন ফিচারের সাথে লোড হয়েছে, কার্যকরী এবং ড্রাইভিং অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে।

ইনোভা ক্রিস্টা জিএক্স+ এর মূল হাইলাইটগুলির মধ্যে রয়েছে কার্যকরী ফিচার যেমন রিয়ার ক্যামেরা, অটো-ফোল্ড মিরর, ডিভিআর, সেইসাথে ডায়মন্ড-কাট অ্যালয়, কাঠের প্যানেল এবং প্রিমিয়াম ফ্যাব্রিক আসনের মতো এস্থেটিক এনহ্যান্সমেন্ট। ৭ এবং ৮ সিটার বিকল্পগুলিতে অফার করা, জিএক্স+ গ্রেডটি পাঁচটি আকর্ষণীও রঙে পাওয়া যাবে যেমন, সুপার হোয়াইট, অ্যাটিটিউড ব্ল্যাক মাইকা, অ্যাভান্ট-গার্ড ব্রোঞ্জ মেটালিক, প্লাটিনাম হোয়াইট পার্ল এবং সিলভার মেটালিক প্রতিটি প্যালেটে একটি বিশেষ ফিছার সহ অন্যান্য নতুন ফিচারযুক্ত।

লঞ্চের বিষয়ে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেস, সবরী মনোহর জানিয়েছেন, "২০০৫ সালে চালু হওয়ার পর থেকেই ইনোভা ব্র্যান্ডটি পারফর্মেন্সে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। গুণমান এবং বিশ্বাসের সমার্থক, ইনোভা প্রজন্মের ভারতীয়দের বিভিন্ন গতিশীলতার চাহিদা পূরণ করেছে। গ্রাহক প্রবণতার উপর ভিত্তি করে, আমাদের গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপুরন।"

পিপলকো-এর অভিনব পদক্ষেপ

কলকাতা: আকর্ষণীয় অফারের সাথে পিপলকো তার লেমন প্ল্যাটফর্মে জিরো ট্রেডিং ব্রোকারেজ ফিউচার অ্যান্ড অপশনস (এফঅ্যান্ডও) ট্রেডিং চালু করেছে। ব্যবহারকারীদের জন্য ডিজাইন করা এবং অ্যাপ ইন্টারফেস ট্রেডিং অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ করে তোলে, যা মাত্র চারটি ক্লিকে লাইভ ট্রেডিং চার্টের সাহায্যে এফঅ্যান্ডও ট্রেডগুলি চালানোর জন্য ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়ন করে। প্ল্যাটফর্মটি ১ বছরের জন্য জিরো ব্রোকারেজ এবং লাইফটাইম ফ্রি অ্যাকাউন্ট-এর আকর্ষণীয় অফার করছে। এছাড়া কোম্পানিটি আগামী দুই মাসের মধ্যে আরেকটি নতুন প্রোডাক্ট ঘোষণা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঘোষণার বিষয়ে লেমনের বিজনেস হেড দেবম সারদানা জানিয়েছেন, "ভারতীয় স্টক মার্কেট সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সাক্ষী থেকেছে, যা ভারতের টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, উন্নত রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস এবং উন্নত আর্থিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে; অন্বেষণ করার সুযোগ সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের উপস্থাপন। আমরা আমাদের ব্যবহারকারীদের জন্য এফঅ্যান্ডও ট্রেডিং চালু করতে ভীষণ এক্সাইটেড, যা বাজারের সম্ভাবনাকে পুঁজি করতে তাদের ক্ষমতায়ন করবে।"

ভারতীয় কৃষকদের সহায়তা প্রদানে এক্সালিওন-এর ভূমিকা

মেদিনীপুর: ভারতে কৃষি ফসল উৎপাদনশীলতা এবং ফলনে ৩৫ থেকে ৪০% পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন কীটপতঙ্গের জন্য। ভারতীয় কৃষকরা এখন ইফিকন এর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে, একটি নতুন বিএএসএফ কীটনাশক প্রবর্তন হয়েছে। ইফিকন একটি বিশেষ ফর্মুলেশনে বিএএসএফ এর নতুন সক্রিয় উপাদান অ্যাক্সালিয়ন দ্বারা চালিত। বিশেষ পদ্ধতির সাথে, এফিকোন কীটনাশক হল নতুন আইআরএসি গ্রুপ ৩৬-এর অধীনে প্রবর্তিত বাজারে প্রথম যৌগগুলির মধ্যে একটি। ইফিকন কীটনাশক-এর সূচনা হয়েছিল ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়ায়। ভারত হল বিশ্বের প্রথম দিকের দেশগুলির মধ্যে একটি যা এই নতুন রসায়নটি প্রাপ্ত করে কৃষকদের বিভিন্ন পোকা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে। এই বিষয়ে বিএএসএফ এগ্রিকালচারাল সলিউশনস-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিমোন বার্গ জানিয়েছেন, "বিএএসএফ-এ, আমরা যা কিছু করি কৃষির প্রতি ভালোবাসার জন্য। আমরা কৃষকদের তাদের চাহিদা বোঝার জন্য শুনতে এবং তাদের সাথে কাজ করার জন্য নিবেদিত, যাতে আমরা আমাদের দক্ষতা প্রয়োগ করে তাদের সফলভাবে কীটপতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করতে পারি, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাজকে সমর্থন করে।"

ভারতে অনুষ্ঠিত হল তুর্কি এয়ারলাইন্সের বোলিং টুর্নামেন্টের সেমি-ফাইনাল

কলকাতা: বিশ্বের অন্যতম এয়ারলাইনস, টার্কিশ এয়ারলাইন্স, তার বার্ষিক বোলিং টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে, যার সেমিফাইনালগুলি ভারতের ২টি শহর সহ বিশ্বজুড়ে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক হাবগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর লক্ষ্য লোকাল বিজনেস পার্টনারদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বোলিং উত্সাহীদের একত্রিত করা। নয়া দিল্লির সেমিফাইনাল ২০২৪-এর ১৯শে এপ্রিল, স্মাশ, আরিয়া মল গুরুগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ৩০ জন অংশগ্রহণকারী ১০টি এজেন্সি-পছন্দের পার্টনারদের থেকে সম্পন্ন করেছে। ট্রাভেল বুটিক অনলাইন ৮১৭ স্কোর সহ টুর্নামেন্ট জিতে, ২০২৪-এ ২৬-২৮, এপ্রিল ইস্তাম্বুলনে গ্র্যান্ড ফিনালেতে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ অর্জন করেছে। মুম্বাই সেমি-ফাইনালটি ২রা মার্চ, ২০২৪ স্মাশ ইউটোপিয়া সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং একটি উত্সাহী প্রতিযোগিতার সাক্ষী হয়েছিল। কুলিন কুমার হলিডেজ ৮১২ মোট স্কোর নিয়ে জয় নিশ্চিত করেছে। নয়া দিল্লি দল ইস্তাম্বুলের গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিশ্ব মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে, বিশ্বের কাছে দেশের বোলিং প্রতিভা প্রদর্শন করবে। এই বছর বার্ষিক টুর্নামেন্টটি ভারত সহ ৬৯টি দেশের ১৩০টি শহর থেকে অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ করেছে। গ্র্যান্ড ফিনালেতে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নকে একটি ফ্লাইট টিকিট এবং আন্টালিয়াতে ছুটি দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

২০১২ সালে বিশ্বব্যাপী তুর্কি এয়ারলাইন্সের সম্মানিত বিজনেস পার্টনারদের মধ্যে সেতু এবং সংযোগ নির্মাণের জন্য শুরু হয়েছিল, তুর্কি এয়ারলাইন্স বোলিং টুর্নামেন্ট সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপভোগ্য অভিজ্ঞতা প্রদান করছে। বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং বন্ধুত্বের মাধ্যমে, টুর্নামেন্টটি বিশ্বব্যাপী পার্টনারদের মধ্যে বন্ধনকে উন্নত করে চলেছে।

মহিলাদের হকি খেলায় সমর্থন করতে কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ও হকি ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগ

কলকাতা: ন্যাশনাল উইমেনস হকি লিগ ২০২৪ টুর্নামেন্টের জন্য এই প্রথম হকি ইন্ডিয়ার সাথে পার্টনারশীপ করেছে আনন্দনা, কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন। টুর্নামেন্টটি এপ্রিলের ৩০ তারিখে শুরু হয়েছিল, যা ৯ মে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে শেষ হয়েছে। ন্যাশনাল উইমেনস হকি লীগে পুনের ১৪তম হকি ইন্ডিয়া সিনিয়র মহিলা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এর দলগুলি রয়েছে, যা হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম, মণিপুর এবং ওড়িশার মতো রাজ্যগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করে। স্পেশালাইজড কোচিং, প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম ব্যবস্থা, পুষ্টি সহায়তা, এবং সংগঠিত শিবির ও টুর্নামেন্টের মাধ্যমে খেলাধুলা এবং লিঙ্গ সমতার ল্যান্ডস্কেপ বাড়ানোর লক্ষ্যে কোকা-কোলা ইন্ডিয়া মহিলা হকি দলের সাথে এই পার্টনারশিপে যুক্ত হয়েছে।

কোম্পানি হকি খেলার প্রতি মহিলাদের অনুপ্রাণিত ও সমর্থন করতে একটি নতুন #SheTheDifference-শিরোনামে প্রচারণাও লঞ্চ করেছে যা এই সহযোগিতার সাথে একেবারে সারিবদ্ধ। প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নে স্পোর্টিং ইথোস এই যৌথ অংশীদারিত্বে যোগ দিয়েছে। এটি খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছতে এবং ভারতীয় ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ দৃশ্য প্রদানে সাহায্য করেছে। এই পার্টনারশীপের বিষয়ে মন্তব্য করে হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি ডাঃ দিলীপ তির্কী জানিয়েছেন, "টুর্নামেন্টের উদ্বোধনীতে কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন অনবোর্ডে আনন্দনাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। এই সহযোগিতা দ্বারা আমরা খেলার মর্যাদা এবং মহিলা হকি খেলোয়াড়দের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করছি। এটি ভারতের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া সক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।"

ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী শিশুদের সঠিক সময় টিকাকরন আবশ্যক

হাওড়া: এই বিশ্ব টিকাকরন সপ্তাহ (২৪-৩০ এপ্রিল) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইমিউনাইজেশনের সম্প্রসারিত কর্মসূচির (ইপিআই) ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। এই মাইলফলকটি বিশ্বজুড়ে টিকাদান প্রচেষ্টার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে এবং গত পাঁচ দশক ধরে টিকাদানের মাধ্যমে সুরক্ষিত অগণিত জীবন ও কমিউনিটির রিমাইন্ডার হিসাবে কাজ করে। ভারতে, ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম (ইউআইপি) ৯০%-এরও বেশি শিশুদের টিকা দেওয়ার কভারেজ সম্প্রসারণ করতে সফল হয়েছে। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু আংশিকভাবে টিকাপ্রাপ্ত রয়ে গেছে।

একাধিক রোগের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষায় টিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে টিকা ৩৭ মিলিয়ন শৈশব মৃত্যু এড়ায়। দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (আইএপি) টিকা দেওয়ার পরামর্শ দেয়। শিশুদ, কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সহ সমস্ত যোগ্য বয়সের জন্য টিকাকরন আবশ্যক।

টিকাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে হাওড়ার কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিসিয়ান এবং নিওনেটাল ইনটেনসিভিস্ট, ড. অভিজিৎ সরকার বলেছেন,"বিশ্ব টিকাকরন সপ্তাহ টিকার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধে আমরা যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি তার একটি রিমাইন্ডার। টিকাদানের প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে প্রতিটি শিশুর প্রয়োজনীয় টিকা এবং উন্নতির সুযোগ রয়েছে।"

পরিবেশগত সমস্যাগুলি সমাধানে স্যামসাং-এর 'সল্ভ ফর টুমরো' প্রোগ্রাম

শিলিগুড়ি: স্যামসাং ইন্ডিয়া আইআইটি গুয়াহাটি টেকনোলজি ইনকিউবেশন সেন্টারে একটি রোড শো আয়োজন করেছে এবং গুয়াহাটির রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি যেখানে ১০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী বিশ্বজুরে সমস্যা সমাধানের জন্য আগামীতে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের ইনটেনশন প্রদর্শন করেছে। স্যামসাং সলভ ফর টুমরো হল একটি জাতীয় শিক্ষা এবং উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা যার লক্ষ্য দেশের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নতুন চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা।

শিক্ষার্থীরা এগিয়ে এসে বর্জ্য পৃথকীকরণ, বায়ু দূষণ, আবহাওয়ার অনিশ্চিততা, নিম্ন বায়ুর গুণমান, জল-দূষণ এবং ট্রাফিক বিশৃঙ্খলার মতো বিশ্বের আসল সমস্যাগুলি সমাধানে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। তারা বলেছে যে তাদের একটি প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন যেমন স্যামসাং-এর 'সল্ভ ফর টুমরো' যা তাদের ধারনাকে কাজে পরিণত করতে এবং মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করতে পারে এবং তাদের সহায়তা করতে পারে। ডক্টর যতীন ওয়াহানে, ২০২৩-এর করমবীর চক্র প্রাপক এবং বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রকেট বিজ্ঞানী, যাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন ধারণা নিয়ে ভাবতেও তিনি তাদের উৎসাহিত করেছেন। এই বছর, 'সল্ভ ফর টুমরো' প্রোগ্রাম দুটি স্বতন্ত্র ট্র্যাক প্রবর্তন করেছে - স্কুল ট্র্যাক এবং ইয়ুথ ট্র্যাক, প্রতিটি একটি নির্দিষ্ট থিমকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য নিবেদিত এবং বিভিন্ন বয়সের গোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্য করা হয়েছে। স্কুল ট্র্যাক, ১৪-১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, থিম "সম্প্রদায় এবং অন্তর্ভুক্তি" এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অন্যদিকে ইয়ুথ ট্র্যাক, ১৮-২২ বছর বয়সী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে, থিম "পরিবেশ এবং স্থায়িত্ব" এর উপর ফোকাস করা হয়েছে।

শুরু হল #ট্রাভেল উইথ লিমকা শিরোনামে নতুন ক্যাম্পেইন

কলকাতা: কোকা-কোলার স্বদেশে উৎপন্ন ঐতিহ্যবাহী ব্র্যান্ড লিমকা, ভারতের প্রিয় লেবুর স্বাদযুক্ত ড্রিংক-এর নতুন ক্যাম্পেইন চালু করেছে #Travel-WithLimca শিরোনামে। তৃপ্তি দিমরিকে লিমকা গার্ল হিসাবে লঞ্চ করা ক্যাম্পেইনটি আমাদের আশেপাশেই এক্সপ্লোরের জন্য পুরো বিশ্ব অপেক্ষা করছে এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। #TravelWithLimca প্রচারাভিযান মানুষকে তাদের শহরের মধ্যে নতুন হটস্পট খুঁজে বার করতে উৎসাহিত করবে। স্টুডিও এক্স দ্বারা ধারণার সাথে প্রচারাভিযান ফিল্মটি দর্শকদের তৃপ্তি দিমরির সাথে প্রাণবন্ত যাত্রায় নিয়ে যায় যেখানে সে একটি বাসে যাত্রা করে যা তাকে একটি আনন্দদায়ক শহর এক্সপ্লোরে নিয়ে যায়। বাসে সফর চলাকালীন চূড়ান্ত তৃষ্ণা নিবারক লিমকার প্রথম চুমুক দিয়ে, আনন্দের একটি স্তর তাকে ঢেকে ফেলে, উত্তেজনা এবং কৌতূহলের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। রিফ্রেশিং স্বাদযুক্ত তৃপ্তির যাত্রা একটি মুগ্ধকর মোড় নেয়, যা তার শহরের লুকানো সৌন্দর্যগুলি মধ্য দিয়ে যাত্রায় বেরিয়ে আসে। জমজমাট বাজার থেকে শুরু করে স্ট্রিট স্ন্যাকস শপ পর্যন্ত, তিনি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার উন্মোচন করেন, যা গ্রাহকদেরকে রিফ্রেশিং লিমকাকে সঙ্গে নিয়ে শহরে ভ্রমণ করতে উৎসাহিত করে। লিমকা পরিবারে যোগদানের বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, তৃপ্তি দিমরি, বলেছেন, "লিমকার একজন অংশ হতে পেরে আমি খুব খুশি। নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা সবসময়ই আমার আবেগ ছিল, এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করতে পেরে আমি আনন্দিত।"

অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই-এর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ইনফরমেশন সেন্টার

বহরমপুর: প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যাপক তথ্য, বোঝাপড়া এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে, অ্যাপোলো হসপিটাল, চেন্নাই বহরমপুরে ইনফরমেশন সেন্টার খুলেছে। উদ্বোধনের সময়, ডাঃ ভি চন্দ্রশেখরন (নেফ্রোলজিস্ট), ডাঃ সুদর্শন (ইউরোলজি) এবং ডাঃ প্রদীপ বালাজি (নিউরোসার্জন) উপস্থিত ছিলেন। তারা সুস্থ জীবনযাপন এবং তাদের নিজ নিজ বিশেষত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদের অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করেছেন।

গোরাবাজার, নিমতলা (বহরমপুর) এ অবস্থিত এই কেন্দ্রের লক্ষ্য হল মুর্শিদাবাদ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের জন্য অ্যাপোলো হাসপাতাল চেন্নাইয়ের ডাক্তারদের বিশেষ পরামর্শ ও পরিষেবা দেওয়া। রোগীদের ডাক্তারদের কাছে পিরিয়ডিক ভিজিট ও ফলোআপ চিকিৎসা একই সাথে রোগ নির্ণয়ের জন্য সাহায্য করবে। অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইতে আসা রোগীদের জন্য পূর্বের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, চেন্নাই বিমানবন্দর বা রেলওয়ে স্টেশন থেকে কমপ্লিমেন্টারি পিকআপ পরিষেবা, থাকার ব্যবস্থা জোগাড় করতেও এই কেন্দ্র সাহায্য করবে।

ইনফরমেশন সেন্টারের উদ্বোধন অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাই-এর রোগীদের প্রতি যত্ন বাড়ানো এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা অভিজ্ঞতা উন্নত করার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। এই নতুন সুবিধার সঙ্গে, আমরা আমাদের রোগীদের ব্যাপক, সহানুভূতিশীল, এবং বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা দিতে আমাদের উৎসর্গকে পুনরায় নিশ্চিত করি।

আশাপুরী গোল্ড অর্নামেন্টের নতুন উদ্যোগ

কলকাতা: আশাপুরী গোল্ড অর্নামেন্ট লিমিটেড (বিএসই-এজিওএল-৫৪২৫৭৯), একটি নেতৃস্থানীয় প্রস্তুতকারক এবং সোনার অলঙ্কারের পাইকারী বিক্রেতা, যা বর্তমানে ৪৮.৭৫ কোটি টাকার ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য একটি রাইট ইস্যু অনুমোদন করেছে। কোম্পানি ৪৮.৭৫কোটি টাকার জন্য ৮ মে থেকে রাইট ইস্যু শুরু করেছে। তহবিলগুলি সম্প্রসারণ করে নতুন ভৌগলিক এবং কর্পোরেট উদ্দেশ্য উন্নত করা হবে। সঠিক ইস্যুটি ৫৭.৪৫% ডিসকাউন্টের সাথে অফার করা হয়েছে, যা মে মাসের ২৭ তারিখে বন্ধ হবে। কোম্পানি ৮,৩৩,২৮,৬৬৬ টাকা অভিহিত মূল্যের সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করার পরিকল্পনা করেছে। প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার ৫.৮৫ টাকা মূল্যে নগদের জন্য ১ টি শেয়ার, যার মোট মূল্য ৪৮.৭৫ কোটি টাকা। কোম্পানি তার রাইট এনটাইটেলমেন্ট রেশিও ১:৩- এ স্থির করেছে, যেখানে রাইট এনটাইটেলমেন্টের অন-মার্কেট ত্যাগের শেষ তারিখ হল ২১ মে।

এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আশাপুরী গোল্ড অর্নামেন্ট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীনেশ কুমার সনি জানিয়েছেন, "কোম্পানি স্ট্র্যাটেজিকালি তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে এবং নতুন প্রোডাক্ট লাইন শুরু করছে। এটি ভারতের সবচেয়ে বড় বিএবি (B2B) প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিল। ইস্যুর আয় কোম্পানির ব্যালেন্স শীট এবং তহবিল সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং বৃদ্ধির উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে বলে আমরা আশা করছি।" কোম্পানি, বিগত ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা করছে, এটি নেকলেস, চুড়ি, ব্রাইডাল জুয়েলারি এবং চোকার সহ বিভিন্ন কালেকশন অফার করে। কারখানাটি প্রায় ১৪,০০০ বর্গফুট বিস্তৃত এবং এখানে প্রায় ৪০০ জন কারিগর কাজ করে। টাইটান কোম্পানি লিমিটেড, মালাবার গোল্ড, কল্যাণ জুয়েলার্স এবং সেনকো গোল্ড লিমিটেডের মতো ভারতের বড় কর্পোরেট জায়ান্ট সহ কোম্পানিটির একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রাহক-বেস রয়েছে।

সম্প্রতি এপিক নিউ সুইফটের বুকিং শুরু করেছে মারুতি সুজুকি

শিলিগুড়ি: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড, তার বহু প্রতীক্ষিত চতুর্থ প্রজন্মের এপিক নিউ সুইফটের জন্য সম্প্রতি প্রি-বুকিং শুরু করে দিয়েছে, যার মূল্য ১১,০০০/- টাকা। কোম্পানি গতিশীলতা এবং ফান-টু-ড্রাইভ-এর আধুনিক ছোঁয়ায় স্পোর্টি ডিজাইনের সমন্বয়ে তার অত্যাধুনিক গাড়িটি প্রস্তুত করেছে। মারুতি সুজুকি তার সুইফ্ট লঞ্চ করে প্রায় ২৯ লাখেরও বেশি গ্রাহকের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, যা কোম্পানিকে ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাকে পরিণত করেছে। একটি কাল্ট ফ্যান ফলোয়িংয়ের সাথে, এই স্পোর্টি প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাক ক্রমাগত স্পোর্টি এবং ডাইনামিক ড্রাইভিং পারফরম্যান্সের জন্য সেগমেন্ট বেঞ্চমার্ককে আবারও নতুন করে সেট করেছে। এপিক নিউ সুইফটের লক্ষ্য এই উত্তরাধিকারকে উন্নত করে তোলা। এই ঘোষণার বিষয়ে মন্তব্য করে, মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেডের মার্কেটিং ও সেলস সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার পার্থ ব্যানার্জি জানিয়েছেন, "মারুতি সুজুকির আইকনিক সুইফট ব্র্যান্ড ২৯ লাখ শক্তিশালী গ্রাহক-বেস এবং অসংখ্য পুরস্কার সহ গ্রাহকদের প্রত্যাশাকে আবারও নতুন করে সেট করতে ক্রমাগত উন্নতিসাধন করছে। এপিক নিউ সুইফট কম নির্গমন, পরিবেশগত বন্ধুত্ব এবং ভারসাম্যপূর্ণ স্পোর্টি ডিএনএকে একত্রিত করে। পরবর্তী প্রজন্মের সুইফট প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাক সেগমেন্টে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে এবং 'জয় অফ মোবিলিটি'-এর ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।"

লঞ্চ হতে চলেছে টাটা মোটরস-এর নতুন এডিশন Ace EV 1000

কলকাতা: ভারতের বাণিজ্যিক যানবাহন তৈরির কোম্পানি টাটা মোটরস অল-নিউ Ace EV 1000 লঞ্চের মাধ্যমে তার ই-কার্গো মোবিলিটি সলিউশনকে উন্নত করেছে। লাস্ট-মাইল গতিশীলতায় বিপ্লব ঘটানোর জন্য তৈরি, এই জিরো-এমিশন মিনি-ট্রাকটি ১ টন উচ্চতর রেটেড পেলোড এবং একক চার্জে ১৬১ কিলোমিটারের বিশেষ রেঞ্জ অফার করে। Ace EV এর গ্রাহকদের কাছ থেকে সমৃদ্ধ ইনপুট নিয়ে তৈরি করা হয়েছে নতুন ভেরিয়েন্টটি এফএমসিজি, বেভারেজ, পেইন্টস এবং লুব্রিকেন্ট, এলপিজি এবং দুগ্ধজাতের মতো বিভিন্ন সেক্টরের চাহিদা পূরণ করবে।

দেশজুড়ে ১৫০ টিরও বেশি ইলেকট্রিক ভেহিকেল সাপোর্ট সেন্টার দ্বারা সমর্থিত, Ace EV উন্নত ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফ্লিট এজ টেলিমেটিক্স সিস্টেম এবং সেরা-ইন-ক্লাস আপটাইমের জন্য উন্নত ফিচারের সাথে তৈরি। Ace EV টাটা ইউনিভার্সের পাওয়ারকে কাজে লাগায়, টাটা গ্রুপ কোম্পানির সাথে সহযোগিতা করে এবং গ্রাহকদের সামগ্রিক ই-কার্গো মোবিলিটি সলিউশন অফার করার জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থদাতাদের সাথে পার্টনারশিপ করে। এটি দেশজুড়ে সমস্ত টাটা মোটরস বাণিজ্যিক গাড়ির ডিলারশিপে বিক্রি করা হবে। এই ঘোষণার বিষয়ে টাটা মোটরস কমার্শিয়াল ভেহিকেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিজনেস হেড-এসসিভি এবং পিইউ, বিনয় পাঠক, "গত দুই বছরে, আমাদের Ace EV গ্রাহকরা একটি অতুলনীয় অভিজ্ঞতার সুবিধাভোগী হয়েছেন, যা একই সাথে লাভজনক এবং টেকসই। Ace EV 1000 লঞ্চের মাধ্যমে, আমরা সেই গ্রাহকদের অভিজ্ঞতার প্রসারিত করছি যারা তাদের পরিষেবার বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে উন্নত অপারেটিং অর্থনীতির সাথে সমাধান খুঁজছেন। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে Ace EV 1000 স্বল্প খরচে মালিকানা প্রদানের পাশাপাশি অনন্য ভবিষ্যতের জন্য অবদান রাখবে।"

পরপর ব্যর্থতা, সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে আউট হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রোহিত!

মুম্বই: শুরুর ছয় ম্যাচে ১৬৭.৩১ স্ট্রাইক রেটে ২৬১ রান। রোহিত শর্মা (Rohit Sharma) এ বারের আইপিএলের (IPL 2024) শুরুটা কিন্তু বেশ ভালভাবেই করেছিলেন। তবে হঠাৎই ছন্দপতন। শেষ পাঁচ ম্যাচে রোহিতের স্কোর যথাক্রমে চার, ১১, চার, আট এবং ছয়। মোট ৩৫। পরপর ব্যর্থতার জেরে হতাশ রোহিত কেঁদেই ফেললেন?

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের (Mumbai Indians) ম্যাচের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে সাজঘরে রোহিত শর্মাকে আবেগঘন দেখাচ্ছে। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে প্যাট কামিন্সের বলে চার রানে আউট হয়েছিলেন। অনেকেই সেই ভিডিও দেখে মনে করছেন আউট হওয়ার পর মুম্বইয়ের সাজঘরে হতাশ রোহিত কান্নায় ভেঙে পড়েন। রোহিতের এই ফর্ম শুধু মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নয়, ভারতীয় দলের জন্যও কিন্তু বেশ উদ্বেগজনক। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই। সেই বিশ্বকাপে রোহিতের অধিনায়কত্বেই মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া। মেগা টুর্নামেন্ট জিতে টিম ইন্ডিয়ার আইসিসি ট্রফি জয়ের খরা কাটানোর জন্য যে রোহিতের ফর্ম কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। তাঁর দক্ষতা নিয়েও কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। তবে টিম ইন্ডিয়া অধিনায়কের এই ফর্ম যে উদ্বেগজনক, তা প্রখ্যাত ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলেও মেনে নিয়েছেন। তিনি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় রোহিতের ফর্ম প্রসঙ্গে লেখেন, 'রোহিত বর্তমান ফর্মটা বেশ উদ্বেগের। প্রথম সাত ইনিংসে ২৯৭ রান করার পর শেষ পাঁচ ইনিংসে ওর সংগ্রহ মাত্র ৩৪ রান। ওর টুর্নামেন্টের শেষটা ভালভাবে করার প্রয়োজন।'

তবে রোহিতের ব্যর্থতা সত্ত্বেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কিন্তু সাত উইকেটে সানরাইজার্সকে হারায়। ১৭৪ রান তাড়া করতে নেমে ৩১ রান তিন উইকেট হারিয়ে ফেললেও সূর্যঝড়ে উড়ে যায় নবাবের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি। ৫১ বলে অপরাজিত ১০২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। এই জয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও মুম্বইয়ের প্লে-অফের আশা বজায় রইল। অপরদিকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্লে-অফে পৌঁছনোর লড়াইটা আরও কঠিন হল।

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে শেষ আইপিএল সফর, আবেগঘন বিদায়ীবার্তা সিএসকে তারকার

নয়াদিল্লি: দিন দু'য়েক আগেই চেন্নাই সুপার কিংসের (Chennai Super Kings) তরফে তারকা ফাস্ট বোলার মাথিশা পাথিরানার (Matheesha Pathirana) দেশে ফিরে যাওয়ার খবর সরকারিভাবে জানানো হয়েছিল। দলের শেষ দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। তাঁর ফিটনেস নিয়ে আশঙ্কা ছিলই। এবার সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। আইপিএল (IPL 2024) থেকে ছিটকেই গেলেন লঙ্কান তারকা ফাস্ট বোলার পাথিরানা।

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় শেষ দুই ম্যাচে পাথিরানা খেলতে না পারলেও, সরকারিভাবে তাঁর গোটা টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু পাথিরানা এবার নিজেই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন বার্তায় টুর্নামেন্ট থেকে নিজের ছিটকে যাওয়ার খবর জানালেন। তিনি লেখেন, 'খুবই হতাশার সঙ্গে বিদায় জানাতে হচ্ছে। এবার আমার একমাত্র স্বপ্ন ২০২৪ সালের আইপিএল ট্রফিটা সিএসকের সাজঘরে দেখা। চেন্নাই থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি, তার জন্য গোটা সিএসককেকে দলকে অনেক শুভেচ্ছা-মাথিশা পাথিরানা'। এই বার্তার শেষে হ্যাশট্যাগগুলিতে আইপিএল, সিএসকে, নিজের নামের পাশাপাশি মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নামও দেন পাথিরানা। পাথিরানার না থাকাটা সিএসকের জন্য যে বড় ধাক্কা তা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে হলুদ ব্রিগেড লিগ তালিকায় তিনে রয়েছে। ১১ ম্যাচে সাতটি জিতেছে তারা। তবে প্লে-অএফের জন্য কিন্তু লখনউ সুপার জায়ান্টস, দিল্লি ক্যাপিটালস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে জোর লড়াই হবে সিএসকে। তিন দলের দখলেই সমান পয়েন্ট। ফলে টুর্নামেন্টের শেষ ল্যাপে নিজের সেরা ক্রিকেটারদের সিএসকে বেশি করে প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই দেশের হয়ে খেলার জন্য এ মরশুমে সিএসকের সর্বোচ্চ উইকেটসংগ্রাহক মুস্তাফিজুর রহমান ফিরে গিয়েছেন। ফিজ়ের পরেই ছয় ম্যাচে ১৩ উইকেট নেওয়া পাথিরানা হলুদ ব্রিগেডের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটসংগ্রাহক। তাই এ পরিস্থিতিতে টুর্নামেন্ট থেকে তাঁর ছিটকে যাওয়াটা সিএসকের জন্য বিরাট চাপের। তবে পাথিরানা আইপিএলে না খেললেও, তিনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ফিট হয়ে যাবেন বলেই শোনা যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কারও বড় ভরসা হতে চলেছেন তিনি।

মোহনবাগানকে হারিয়ে খেতাব জিতেছে মুম্বই

কলকাতা: শনিবাসরীয় যুবভারতীতে উপস্থিত হাজার হাজার মোহনবাগান সমর্থকের হৃদয়ভঙ্গ করে আইএসএল (ISL 2023-24) খেতাব জিতেছে মুম্বই সিটি এফসি (MBSG vs MCFC)। চিরপ্রতিদন্দ্বীকে হারিয়ে খেতাব জিতেছে আইল্যান্ডাররা। শুভেচ্ছা জানাতে তাই মাঝরাতেই মুম্বই সিটির টিম হোটেলে হাজির হলেন ইস্টবেঙ্গল (East Bengal) কর্তারা!

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে পিছিয়ে থেকেও ৯০ মিনিটের লড়াই শেষে জিতেছে মায়ানগরীর দল। এরপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ঘোরাঘুরি করছে যেখানে মুম্বই সিটির তারকা ডিফেন্ডার রাহুল ভেকেকে লাল হলুদ উত্তরীয় গলায় মিষ্টি হাতে দেখা যাচ্ছে। ভেকে ঘটনাক্রমে ইস্টবেঙ্গল প্রাক্তনী। মোহনবাগানকে হারানোর পরেই মুম্বইকে শুভেচ্ছা জানাতে মাঝরাতেই টিম হোটেলে হাজির হন মুম্বই কর্তারা। ইস্টবেঙ্গল সভাপতি প্রণব দাশগুপ্তের তরফেও মুম্বই সিটিকে জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। দলের তরফেই ভেকেকে উত্তরীয় পরানোর পাশাপাশি মিষ্টি তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর হারের পর লাল হলুদের এহেন কর্মকাণ্ড অনেককেই অবাক করেছে। সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরে জয়ী দলের হাতে মিষ্টির হাঁড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে বলেই ইস্টবেঙ্গলের তরফে জানানো হয়। অবশ্য মুম্বই সিটি এফসি আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় যেমন তাদের লাল হলুদের তরফে শুভেচ্ছা জানানো হয়, তেমনই কিন্তু মোহনবাগান লিগ শিল্ড জেতার পরে চিরপ্রতিদন্দ্বীদেরও ইস্টবেঙ্গলের তরফে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছিল। সেক্ষেত্রে অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ছবি ভাইরাল হয়নি। কিক অফের পর থেকে দাপট ছিল মুম্বই সিটি এফসির। তিন সপ্তাহ আগে মাত্র এক পয়েন্টের জন্য তাদের থেকে লিগশিল্ড খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সেই প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্পই যেন কাজ করছিল মুম্বই সিটি এফসির ফুটবলারদের মধ্যে। যে মাঠে হেরে লিগশিল্ড হাতছাড়া হয়েছিল, সেই মাঠে, সেই প্রতিপক্ষকে হারিয়েই এল খেতাব। তবে বিরতির আগে গোল করে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকেই এগিয়ে দিয়েছিলেন জেসন কামিংস। খেলার গতির বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ার্ধে যদিও ঘুরে দাঁড়ায় মুম্বই সিটি এফসি। প্রথমে তারা সমতা ফেরায়, তারপর আরও দুই গোল জড়িয়ে দেয় মোহনবাগানের জালে। সব মিলিয়ে ৩-১ গোলে সবুজ-মেরুন জনতার স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হল মুম্বই সিটি এফসি। ট্রেবল জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেদের।

শ্রীসন্থের একটা মিথ্যে কথা! কীভাবে জীবনই বদলে গেল স্যামসনের?

জয়পুর: রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে আইপিএল খেলার পর থেকেই ফর্ম ফিরে পেয়েছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে রাজস্থান শিবিরের নেতৃত্বভারও সামলাচ্ছেন তিনি। কিন্তু একটা মিথ্যে কথাই বদলে দিয়েছে সঞ্জু স্যামসনের জীবন। চলতি আইপিএলে রাজস্থান শিবিরের প্লে অফের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্জু নিজেও ফর্মে রয়েছেন। এমনকী আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারতীয় দলেও সুযোগ পেয়েছেন তিনি। অনেক পুরনো একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে স্যামসনের। সেখানে দেখা যাচ্ছে কেরালার উইকেট কিপার ব্যাটার তাঁর আইপিএল কেরিয়ারে কীভাবে মোড় বদলে দিয়েছিল একটি মিথ্যে কথা। তখন ২০০৯ সাল। তখন কেকেআরে ছিলেন স্যামসন। কিন্তু ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সেই সময় রাজস্থান শিবিরে খেলছিলেন শ্রীসন্থ। সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। শ্রীসন্থ নাকি দ্রাবিড়কে জানিয়েছিলেন যে কেরালার একটি ছেলে রয়েছে যে একটি ঘরোয়া খেলার ছয়টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন সঞ্জু। তাঁকে যেন দলের সঙ্গে রাখা হয়। এরপরই রাজস্থান রয়্যালসের ট্রায়ালে ডাকা হয় স্যামসনকে। স্যামসন এই সাক্ষাৎকারে পরে জানান যে শ্রীসন্থ দ্রাবিড়কে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। যদিও স্যামসনের কেরিয়ার বদলে গিয়েছিল তাতে। ২০১৩ সালে আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে অভিষেক হয় স্যামসনের। এরপর ২০১৫ পর্যন্ত তিনি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়েই খেলেন। এরপর ২০১৬-২০১৭ দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের জার্সিতে খেলেন। ফের ২০১৮ মরশুমে রাজস্থানে ফিরে আসেন। রাহানের সরে যাওয়ার পর এই দলের অধিনায়কও এখন তিনি।

চলতি আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা। এখনও পর্যন্ত ১০ ম্যাচ খেলে ১৬ পয়েন্ট ঝুলিতে পুরে নিয়েছে রাজস্থান শিবির। প্লে অফের দৌড়ে প্রথম দুইয়ে থাকাই লক্ষ্য স্যামসনদের। ২০০৮ সালের পর আইপিএল জিততে পারেনি রাজস্থান শিবির। এবার স্যামসনের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার আইপিএল খেতাব জিততে মরিয়া রাজস্থান শিবির।

কুস্তিগির পুনিয়াকে আচমকা নির্বাসিত করল নাডা

প্যারিস অলিম্পিকের আগে বড় ধাক্কা! হরিয়ানার ফ্রিস্টাইল কুস্তিগির বজরং পুনিয়াকে নির্বাসিত করল ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি বা নাডা। ঠিক কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। আদৌ কি পুনিয়াকে প্যারিস অলিম্পিকে দেখা যাবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাসে প্যারিস অলিম্পিকের জন্য ট্রায়াল চলছিল সোনিপতে। সেই ট্রায়াল চলাকালীন বজরংকে তাঁর মূত্রের নমুনা জমা দিতে বলে ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি(নাডা)। সেই সময় পুনিয়া তাঁর মূত্রের নমুনা দিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। নাডার তরফে বিষয়টি জানানো হয় বিষয়টি বিশ্ব অলিম্পিক ডোপিং এজেন্সি বা ওয়াডা-কে। বজরংয়ের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দেয় ওয়াডা। ওয়াডার এই নির্দেশের পরই কেন তিনি তাঁর মূত্রের নমুনা জমা দেননি এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে নাডা কুস্তিগিরকে নোটিশ পাঠানো হয়। আগামী ৭ মে-র মধ্যে জবাব দিতে হবে পুনিয়াকে। নির্ধারিত সময়ের আগেই আচমকা বজরং পুনিয়াকে নির্বাসিত করল নাডা।

গোটা বিষয়টিতে নাডার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন ভারতীয় কুস্তিগির। পুনিয়ার দাবি, মেয়াদ উত্তীর্ণ কিট নিয়ে নমুনা সংগ্রহে এসেছিল নাডা! বজরং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখেন, "আমি কখনই নাডার আধিকারিকদের নমুনা দিতে অস্বীকার করিনি। আমি অনুরোধ করেছিলাম, তারা যে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিট নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করতে এসেছিলেন, সে বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানাতে। আমি প্রথমে উত্তর চেয়েছিলাম।" হরিয়ানার এই কুস্তিগির ব্যাপারটি নিয়ে আইনি পথেও হাঁটতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96